ধম্মপদ

প্রকাশক

আচার্য ভিক্ষু শাসন রক্ষিত

ধম্মপদ

প্রকাশকঃ-
আচার্য ভিক্ষু শাসন রক্ষিত
এম, এ, সুত্র বিশারদ

কম্পিউটার কম্পোজঃ
শ্রীমৎ জিনপ্রিয় স্থবির
রাজবন বিহার, রাঙ্গামটি।

প্রথম সংস্করণঃ মাঘী পূর্ণিমা
২৫১১ বুদ্ধবর্ষ, ১৩৭৪ বাং।

প্রিন্ট আউট- ১১-৮-২০০৩

গ্রন্থ পরিচয়

বৌদ্ধ ধর্ম প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া মানুষের একমাত্র কল্যাণকর ধর্ম্ম হইয়াছে। ইহা অন্য কোন শক্তির উপর নির্ভর করে না, একমাত্র কর্ম্মশক্তির উপরই নির্ভরশীল। ইহা অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। যুক্তিই একমাত্র সদ্ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। ইহাই একমাত্র সমাজের অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কার দুরীভূত করিয়া জগতে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ। বৌদ্ধ ধর্ম্মই একমাত্র স্বর্গমোক্ষের প্রকৃত পথ প্রদর্শক।

গোষ্পদের সামান্য জলে যেমন অনন্ত আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়, তেমন এই ক্ষুদ্র পুস্তিকানুশীলনে অনন্ত সুখ, অনন্ত-শান্তি নির্ব্বাণ পরিলক্ষিত হয়।

ধম্মপদ গ্রন্থখানি ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থের অন্যতম। বিশ্ব জগতের মহামানব সম্যক সম্বুদ্ধ দেব-মানবের হিতার্থে সকল ধর্ম্মের সার স্বরূপ সদ্ধর্ম্মের মর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধের জীবিতকালে এই গ্রন্থ পুস্তাকাকারে রচিত হয় নাই। সদ্ধর্ম্ম শ্রুত ধর্ম্ম। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরে রাজগৃহ নগরে বেভার পর্ব্বতস্থ সপ্তপর্ণি গুহায় খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম সঙ্গীতিকালে মূল ধম্মপদ বুদ্ধ বচন হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছিল। পুনঃ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সঙ্গীতিকালেও বুদ্ধ বচন হিসাবে সংগৃহীত হইয়া লঙ্কা দ্বীপে চতুর্থ সঙ্গীতি কালে পুস্তাকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সঙ্গীতি কালেও সঙ্গীতিকারকগণ ধম্মপদ গ্রন্থখানি বুদ্ধবাণী বলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। মূল

ধম্মপদে ২৬ অধ্যায় বা বর্গ এবং ৪২৩টি গাথা আছে। অট্ঠকথায় বর্ণিত আছেঃ-

যমকং অপ্পমাদং চিত্তং পুপ্ফং বালেন পন্ডিতং।
অরহন্তং সহস্সেন পাপং দন্ডেন তে দস ॥
জরা অত্তা চ লোকো চ বুদ্ধং সুখং পিয়েন চ।
কোধং মলয়ঞ্চ ধম্মট্ঠং মগ্গ বগ্গেন বীসতি ॥
পকিণ্ণং নিরয়ং নাগো তণ্হং ভিক্খু চ ব্রাহ্মণো।
এতে ছব্বীসতি বগ্গা দেসিতাদিচ্চ বন্ধুনা ॥

যমক, অপ্পমাদ, চিত্ত, পুপ্ফ, বাল, পন্ডিত, অরহন্ত, সহস্স, পাপ, দন্ড, জরা, অত্তা, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয়, কোধ, মল, ধম্মট্ঠ, মগ্গ, পকিণ্ণ, নিরয়, নাগ, তণ্হা, ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ এই ছাব্বিশটি বর্গ ভগবান বুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আরও বর্ণিত আছেঃ-

গাথা সতানি চত্তারি তেবীস চ পুনাপরে।
ধম্মপদে নিপাতম্হি দেসিতাদিচ্চ বন্ধুনা।

ভগবান বুদ্ধ সমস্ত অধ্যায়ে সর্ব্বমোট ৪২৩টি গাথা দেশনা করিয়াছিলেন।

ধম্মপদে প্রাচীন পালির মূলত্ব রহিয়াছে। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে কেহ যদি একটি মাত্র পুস্তককে সারা জীবনের সাথী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বিশ্বের পুস্তকাগারে ধম্মপদ হইতে উৎকৃষ্টতর পুস্তক পাওয়া কঠিন হইবে। কারণ সদ্ধর্ম্ম নীতি-প্রধান ধর্ম্ম। এই গ্রন্থে সেই নীতি সমূহ প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ব্ব সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। ধম্মপদের বিশ্বজনীন উপদেশ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বকালে প্রযোজ্য। ইহার উপদেশগুলি সহজ, সরল ও হৃদয়স্পর্শী। ইহাতে অভিধর্ম্ম পিটকের দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশ হয় নাই।

ধম্মপদ বৌদ্ধদের অতি প্রিয় গ্রন্থ। সদ্ধর্ম্ম-প্রধান দেশে ধম্মপদের সমাদর অক্ষুন্ন রহিয়াছে। শ্রমণগণ তথা শ্রদ্ধাবান উপাসক ও উপাসিকাগণ অতীব শ্রদ্ধার সহিত এই গ্রন্থ অধ্যয়ন ও কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন।

"ধম্ম" ও "পদ" এই দুই শব্দে ধম্মপদ গঠিত হইয়াছে। "ধম্ম" এবং "পদ" এই দুই শব্দের অর্থ নানা পন্ডিত নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। মিঃ গগার্লির মতে "পদ" শব্দের অর্থ 'সোপান'; স্পেন্স হার্ডির মতে "পথ"; ফীর মহোদয়ের মতে "ভিত্তি"; অধ্যাপক ফজ্ বোলের মতে "কাব্য" এবং মিঃ বীলের মতে "গ্রন্থ"। কেহ বলেন, "ধর্ম্ম" শব্দের অর্থ "কর্ম্ম"; কাহারও মতে উহার অর্থ "সংস্কার"; কেহ কেহ বলেন, "বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার" এই তিন অরূপ স্কন্ধই "ধর্ম্ম" শব্দের প্রকৃত অর্থ। অন্যেরা বলেন, 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ "কার্য্য-কারণ-ভাব"। কেহ কেহ 'ধর্ম্ম' শব্দের সামান্যতঃ "পদার্থ" অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থে "ধর্ম্ম" শব্দ 'স্বভাব' গৃহীত হইয়াছে। সহস্র মত সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে "কার্য্য-কারণ-ভাবই" "ধর্ম্ম" শব্দের প্রকৃত অর্থ; আমি বর্ত্তমান মুহুর্ত্তে যাহা আছি তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুহুর্ত্তের পরিণাম মাত্র; আমি পর মুহুর্ত্তে যাহা হইব তাহাও বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ফল মাত্র।

কেবলমাত্র সংস্কার ধর্ম্মই নদীর ঢেউ এর ন্যায় উৎপন্ন ও ধ্বংস হইতেছে। বর্ত্তমান মুহুর্ত্তের কর্ম্ম পর মুহুর্ত্তে ফল প্রদান করিবে। পর মুহুর্ত্তের কর্ম্ম তৎপরবর্ত্তী মুহুর্ত্তে ফল প্রদান করিবে। এইভাবে কর্ম্ম প্রবাহ দ্বারা মানুষ নিয়ত পরিচালিত হইতেছে। কেহ কেহ এই কর্ম্ম প্রবাহকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। মানুষের সুখ-দুঃখ কর্ম্মের উপর নির্ভর

করিতেছে। এই কর্ম্ম সমূহের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। মানুষ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যে দুঃখ অনুভব করে উহা পূর্ব্ব মুহুর্ত্তের কর্ম্মের বিপাক মাত্র।

"ধর্ম্ম" শব্দের প্রকৃত অর্থ কর্ম্মই হউক বা সংস্কারই হউক বা স্বভাবই হউক বা পদার্থই হউক বা কার্য-কারণ-ভাবই হউক, ভগবান বুদ্ধ একমাত্র চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্মকে বুঝাইবার জন্য পদাকারে ধম্মপদ গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। ধম্মপদের প্রথম গাথায় লিখিত আছে-মন ধর্ম্ম সমূহের পূর্ব্বগামী, মনই ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম্ম মনোময় অর্থাৎ চৈতসিক ধর্ম্মগুলি উৎপন্ন হইয়া মনকে সেই চৈতসিক ভাবাপন্ন করে, যেমন লোভ চৈতসিকের উৎপত্তিতে লোভ চিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ যদি দূষিত মনে কথা বলে, বা কার্য করে, তবে চক্র যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করে দুঃখও তাহাকে সেইরূপ অনুসরণ করে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৪১০-৩২) আচার্য্য বুদ্ধঘোষ সিংহলী ভাষা হইতে পুনঃ পালি ভাষায় 'ধম্মপদের অর্থকথা' বিরচন করেন। তিনি প্রত্যেক গাথার ব্যাখ্যার পূর্ব্বে ইহার ইতিবৃত্ত অর্থাৎ কোন স্থানে, কি উপলক্ষে, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই গাথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব বিবরণ এই 'অর্থ কথায়' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই 'অর্থ কথা' হইদে জম্বুদ্বীপের (প্রাচীন ভারত) সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, প্রচলিত ধর্ম্মমত, ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ডেন্‌মার্কবাসী প্রসিদ্ধ ডক্টর ফজ্ বোল লাটিন ভাষায় ধম্মপদের এক উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ইউরোপে প্রথম ধম্মপদের প্রচার করেন, এবং তদ্দেশীয় পন্ডিত বর্গের চিত্ত আকর্ষণ করেন। তদন্তর গগার্লি, ওয়েবার প্রভৃতি

পন্ডিতগণ ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহার প্রচার বৃদ্ধি করেন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক মেক্সমুলর ধম্মপদ গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রাচ্য ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রেণী মধ্যে প্রকাশিত করেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ফার্নন্দ হু ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে রেভারেন্ড বীল চীন ভাষায় অনুবাদিত ধম্মপদ গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ সীফ্নার তিব্বতী ভাষায় অনুবাদিত ধম্মপদ গ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতেও মহারাষ্ট্র, গুজরাটী, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় ইহার বহু অনুবাদ হইয়াছে। বাংলা ভাষায়ও ইহার বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশের ভাষায়ও ইহার বহু অনুবাদ বিদ্যমান।

অধুনা ধম্মপদের চারিখানি সংস্করণ দৃষ্ট হয়। প্রথমটি পালি ভাষায় লিখিত। দ্বিতীয়টি খরোষ্ঠী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এবং খোটান নগরে পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে ১২ বর্গ ও ২৫১ গাথা আছে। ইহা ডক্টর বড়ূয়া ও মিঃ মিত্রের সম্প্রাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয়টি মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা পাওয়া যায় না। কিন্তু মহাবস্তু গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থে সহস্র বর্গে গাথাগুলি বর্ণিত হইয়াছিল। চতুর্থটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং তুরফান নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

তিব্বতী ভাষায়ও এক ধম্মপদ পাওয়া যায়। ইহা সংস্কৃত ধম্মপদ হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে ৩২ বর্গ আছে। কিন্তু সমস্ত গাথাগুলি দুস্প্রাপ্য।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, ধম্মপদ গ্রন্থের এক একটি গাথা এক একটি অমূল্য রত্ন। ধর্ম্ম-পিপাসু নর-নারীর

সমস্ত গাথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখা উচিত। আর এই সুন্দর ধর্ম্মগ্রন্থখানি যাহাতে প্রত্যেক গৃহে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য সকলকে অনুরোধ জানাইতেছি।

মুকুটনাইটবাসী সদ্ধর্ম্মপ্রাণ শ্রী অমলেন্দু বিকাশ বড়ূয়া এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিয়া সদ্ধর্ম্মের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। অন্তিকা প্রেসের মালিক শ্রী সত্যপ্রসন্ন বড়ূয়া বি, এ. মহোদয় যত্নের সহিত প্রুফগুলি সংশোধন করিয়াছেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা বিবিধ প্রকারে মুদ্রণ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমার শুভেচ্ছার পাত্র।

"সব্বে সত্তা সুখীতা হোন্তু-সকল প্রাণী সুখী হউক"

আচার্য্য ভিক্ষু শাসন রক্ষিত
এম, এ সুত্র বিশারদ

বৌদ্ধ সেবা সদন
মাঘী পূর্ণিমা, ২৫১১ বুদ্ধাব্দ
৩০ শে মাঘ, ১৩৭৪ বাংলা
১৩ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ।

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স

ধম্মপদ

যমকবর্গ (১)

১

মনোবৃত্তি জন্মস্থান হয় নিজ মন।
মনই সে সবে করে শাসন গঠন ॥
কু-উদ্দেশ্যে কেহ কিছু করে কিবা বলে।
নিশ্চয় দুর্দ্দশা তার পাছে পাছে চলে ॥
যেমন রথের চাকা পাছে পাছে ধায়।
যখন গাড়ীর গরু গাড়ী টানি যায় ॥

২

মনোবৃত্তি জন্মস্থান হয় নিজ মন।
মনই সে সবে করে শাসন গঠন ॥
সু-উদ্দেশ্যে কেহ কিছু করে কিবা বলে।
নিঃসংশয় সুখ তার পাছে পাছে চলে ॥
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন।
কায়া ছাড়া ছায়া ভবে থাকে না যেমন ॥

৩

সে আমারে গালি দিল করিল প্রহার।
পরাজয় করি নিল সর্ব্বস্ব আমার ॥
এরূপ বিদ্বেষভাব যে করে রোপন।
তাহার বিদ্বেষভাব না যায় কখন ॥

৪

সে আমারে গালি দিল করিল প্রহার।
পরাজয় করি নিল সর্ব্বস্ব আমার ॥
এরূপ বিদ্বেষভাব না পোষে যে নর।
নিশ্চয় প্রসন্ন হয় তাহার অন্তর ॥

৫

শত্রুতায় বৃদ্ধি হয় শত্রুতা নিশ্চয়।
শত্রুতায় সে শত্রুতা কভু সাম্য নয় ॥
শত্রুতা নিবৃত্তি হয় মিত্রতা করিলে।
এই সনাতন নীতি আছে ভূমন্ডলে ॥

৬

যারা ভাবে চিরদিন থাকিবে সংসারে।
এমন মোহান্ধ নর দ্বেষ হিংসা করে ॥
দু'দিনের তরে সবে আছি এ সংসারে।
এ কথা জানিলে লোক বিবাদ না করে ॥

৭

দুর্ব্বল তরুকে যথা ফেলে প্রভঞ্জন।
পাপও ফেলায় তারে দুর্ব্বল যেজন ॥
যে জন আমোদে মত্ত ইন্দ্রিয়ের দাস।
নিজকৃত পাপে তার করে সর্ব্বনাশ ॥

৮

প্রভঞ্জনে পর্ব্বতের কি করিতে পারে?
ধার্ম্মিকের কাছে পাপ নাহি যায় ডরে ॥
মিতাহারী তিনি ষড়রিপু তার দাস।
বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘে তার অটল বিশ্বাস ॥

৯

যে জন নাহি করে ইন্দ্রিয় দমন।
সত্যহীন দুরাচার যেই অভাজন ॥
কাষায় বসন যোগ্য সে নহে কখন।
কলঙ্কিত করে কেন পাপী সে ভূষণ ॥

১০

কিন্তু যেই করিয়াছে ইন্দ্রিয় দমন।
সত্যনিষ্ঠ মিতাচারী শাস্ত্রতে সুজন ॥
সমূলে বিনষ্ট যার পাপ বৃত্তিচয়।
কাষায় বসন যোগ্য সে জন নিশ্চয় ॥

১১

সত্যকে যে মিথ্যা বলি করয়ে বিশ্বাস
মিথ্যা হতে সত্য লাভে থাকে যার আশ ॥
সত্যে সেই উপনীত না হয় কখন।
মিথ্যা কল্পনায় সদা ঘুরে সেই জন ॥

১২

কিন্তু সত্যে সত্য বলি জানে যেই জন।
সেরূপ মিথ্যাকে মিথ্যা যে করে গণন ॥
সত্যে উপনীত হয় সে জন নিশ্চয়।
উত্তম কামনা তার বিফল না হয় ॥

১৩-১৪

বৃষ্টি ধারা পরে যেন ছায়াহীন ঘরে।
বাসনা প্রবেশ করে চিন্তাহীন নরে ॥
বৃষ্টি ধারা নাহি পরে আচ্ছাদিত ঘরে।
প্রবেশ করে না তৃষ্ণা চিন্তাশীল নরে ॥

১৫

কুকার্য্য করিয়া পাপী করে অনুতাপ।
ইহলোকে পরলোকে পায় মনস্তাপ ॥
নিজকৃত পাপকার্য্য দেখয়ে যখন।
অনুতাপে দগ্ধ হয় তাহার জীবন ॥

১৬

সুকার্য্য করিয়া সাধু সুখ পায় মনে।
ইহলোকে পরলোকে উভয় ভূবনে ॥
নিজের সুকৃতি সাধু যবে দৃষ্টি করে।
উপজে বিমল সুখ তাঁহার অন্তরে ॥

১৭

ইহলোকে পরলোকে পাপী দুঃখ পায়।
উভয় লোকেতে দন্ড এড়ান না যায় ॥
কুকার্য্য ভাবিয়া দুঃখ পায় ইহলোকে।
পরলোকে ততোধিক ভোগয়ে নরকে ॥

১৮

ইহ-পরলোকে সুখ পায় সাধুজন।
উভয় লোকেতে সুখ ভোগে অনুক্ষণ ॥
সুকার্য্য ভাবিয়া সুখ পায় এ সংসারে।
পরলোকে ততোধিক ভোগে স্বর্গপুরে ॥

১৯

শাস্ত্রের আবৃত্তি করে কিন্তু চিন্তাহীন।
রাশি রাশি ধর্ম্মনীতি পড়ে নিশিদিন ॥
কিন্তু উপদেশ মত কার্য্য নাহি করে।
অসার তাহার সম নাহিক সংসারে ॥

অপরের গরু যেন গণে সেইজন।
পন্ডিত নামের যোগ্য না হয় সেজন ॥

২০

শাস্ত্র অনুযায়ী কার্য্য করে যেইজন।
যদিও অনেক নীতি না পঠে সে জন ॥
দ্বেষ হিংসা ভোগ-তৃষ্ণা করিয়া বর্জ্জন।
সত্যে অনুরাগী সদা সুপবিত্র মন ॥
করিয়াছে সংসার বাসনা পরিহার।
পন্ডিত নামেতে তার আছে অধিকার ॥

অপ্রমাদ বর্গ (২)

২১

চিন্তাশীল চিন্তা পথে নির্ব্বাণেতে যায়।
চিন্তাহীন চিন্তাভাবে মৃত্যু পথে ধায় ॥
চিন্তাশীল এ সংসারে না মরে কখন।
চিন্তাহীন মৃতবৎ আছে অনুক্ষণ ॥

২২

সুচিন্তার মর্ম্ম বুঝি চিন্তাশীল জন।
সুচিন্তায় আত্মতৃপ্তি লভে অনুক্ষণ ॥
চিন্তাশীল সুচিন্তায় সদা পায় সুখ।
সাধু ভোগ্য সুধা পানে বাড়য়ে কৌতুক ॥

২৩

চিন্তাশীল ধ্যানশীল উৎসাহী সুজন।
অধ্যাবসায়ীরা করে নির্ব্বাণে গমন ॥
নির্ব্বাণ পরম পদ অতুল্য ধরায়।
সত্ত্বা রিপু অবিদ্যাদি যাতে লয় পায় ॥

২৪

চিন্তাশীল, সাবধান, না ভূলে যে জন।
উৎসাহী, যে শাস্ত্রমতে চলে অনুক্ষণ ॥
আত্ম সংযমক সাধু কুতর্ক বিহীন।
সুযশে ভূবন তার ব্যাপে দিন দিন ॥

২৫

পুনর্জন্ম পারাবারে জ্ঞানী সাধুজন।
উৎসাহ-উদ্যমে করে দ্বীপের গঠন ॥
আত্ম সংযমন করি সুখে তথা বসে।
সত্ত্বা রিপু-আদি বন্যা নিকটে না আসে ॥

২৬

নির্বোধ অজ্ঞান হেতু চিন্তা ত্যাগ করে।
আঁচলের গিরা হতে ফেলায় সোনারে ॥
জ্ঞানী যত্নে রক্ষা করে চিন্তারূপ ধন।
অমূল্য মণিকে যথা রাখয়ে কৃপণ ॥

২৭

আলস্যের দাস কেহ হবে না কখন।
ইন্দ্রিয়ের সুখ ভোগে হবে না মগন ॥
জাগরণশীল যেই সমাধির বলে।
অতুল পরম সুখ লভে সে ভূতলে ॥

২৮

জ্ঞানীলোক সুচিন্তায় আলস্য ত্যজিয়া।
জ্ঞানরূপ প্রাসাদেতে থাকয়ে বসিয়া ॥
তথায় বসিয়া দেখে দুঃখ ভোগে লোকে।
পর্ব্বতে বসিয়া যেন পল্লী লোকে দেখে ॥

২৯

চিন্তাশীল ফেলি যায় চিন্তাহীন নরে।
নিদ্রিত চেতনে কভু ধরিতে না পারে ॥
জ্ঞানী লোক নিজ পথে হয় অগ্রসর।
বর্ব্বর ঘোড়াকে ফেলি ধায় অশ্ববর ॥

৩০

কেবল সুচিন্তা করি নিজে নিরন্তর।
দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৈল পুর নর ॥
চিন্তায় প্রশংসা লোকে করে অনুক্ষণ।
চিন্তাহীনতার দোষ ঘোষে সর্ব্বজন ॥

৩১

সাধু ভিক্ষু সুচিন্তায় সুখ ভোগ করে।
চিন্তাহীনতায় দেখি শুধু কাঁপে ডরে ॥
ভিক্ষু চলে নিজ পথে আগুনের প্রায়।
বাসনা বন্ধন পুড়ি ভস্ম হয়ে যায় ॥

৩২

সাধু ভিক্ষু সুচিন্তায় সুখ ভোগ করে।
চিন্তাহীনতায় দেখি শুধু কাঁপে ডরে ॥
পবিত্রতা হতে সেই চ্যুত নাহি হয়।
নির্ব্বাণ নিকটে তার নাহিক সংশয় ॥

চিত্ত বর্গ (৩)

৩৩

ধানুষ্ক সরল যথা নিজ ধনু করে।
চিত্ত পরিশুদ্ধ তথা করে জ্ঞানী নরে ॥
এই চিত্ত নিয়তই অস্থির চঞ্চল।
সংযম দমন করা সুকঠিন স্থল ॥

৩৪

কুলেতে তুলিলে মাছ ধড়ফড় করে।
কত লালায়িত হয় জলে নামিবারে ॥
সেইরূপ অহরহ ভয়ে কাঁপে চিত।
মার রাজ্য ছাড়ি কবে যাইবে ত্বরিত ॥

৩৫

অতি সুকঠিন হয় মনের দমন।
অস্থির চঞ্চল হয় ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
কিন্তু মন সংযমন বড় হিতকর।
সাধুর সংযত মন সুখের আকর ॥

৩৬

মনের প্রহরী সাধু রবে অনুক্ষণ।
অস্থির অদৃশ্য হয়ে ভ্রমে সদা মন ॥
রাখ দৃষ্টি অবিরত মনের উপর।
সেই মনে সুখ তার জন্মে নিরন্তর ॥

৩৭

চিত্তের চঞ্চল গতি বাধা নাহি আসে।
মুহুর্ত্তেতে ভূমন্ডল ভ্রমে অনায়াসে ॥
এইরূপ চিত্তকে যারা করে সংযমন।
মুক্ত হয় ছিঁড়ি তারা পাপের বন্ধন ॥

৩৮

অস্থির বিশ্বাস যার সুচঞ্চল মন।
হয় নাই সত্য ধর্ম্ম সহ সংমিলন ॥
যত কেন বিদ্যা সেই করুক অর্জন।
সে বিদ্যা পূর্ণতা লাভ না করে কখন ॥

৩৯

সদা জাগরণশীল স্থির শান্ত মন।
কামদোষ হতে মুক্ত যেই অনুক্ষণ ॥
সাংসারিক লাভালাভ চিন্তা যে না করে।
কখনো না হয় ভয় তাহার অন্তরে ॥

৪০

মৃত্তিকার ঘট সম হয় এ শরীর।
কিন্তু মনে দুর্গ সম ভাবে সদা ধীর ॥
জ্ঞানরূপ অস্ত্রে করে পাপ সংহরণ।
অনুরক্ত হয়ে করে অর্জিত রক্ষণ ॥

৪১

হায়! হায়! সকলেই দেখহ ভাবিয়া।
ত্বরায় এ দেহ রবে মাটিতে পড়িয়া ॥
বন্ধুজন পরিত্যক্ত রূপ গুণ হীন।
দগ্ধীভূত কাষ্ঠ সম সুষমা বিলীন ॥

৪২

যত অপকার চোরে না করে চোরের ।
হিংসুক যত না হানি করে হিংসুকের ॥
কুপথে যাহার মন হয়েছে ধাবিত।
ততোধিক হানি করে সে মন নিশ্চিত ॥

৪৩

সুপথে যাহার মন চলে অনুক্ষণ।
সে মনের উপকার না যায় বর্ণন ॥
পিতা-মাতা, ভ্রাতা-বন্ধু আদি পরিজনে।
হেন উপকার কভূ না করে ভূবনে ॥

পুষ্প বর্গ (৪)

৪৪

মালাকার ফুলে যথা করয়ে চুনন।
সুশোভন ধর্ম্মগাথা চুনে কোন জন ॥
বল বল এ ভূলোক কে চুনিতে পারে।
কে চুনিবে যমলোকে বলহ আমারে ॥

৪৫

পরীক্ষার্থী এ ভূলোক চুনিবারে পারে।
দেবলোক নরলোক পারে সে সবারে ॥
পরীক্ষার্থী চুনে ধর্ম্ম-গাথা সুশোভন।
মালাকার ফুলে যথা করয়ে চুনন ॥

৪৬

জলবিম্ব সম জানি শরীর নশ্বর।
কিম্বা মরীচিকা সম দুঃখের আকর ॥
বিজ্ঞবর পাপশর সমূলে ভাঙ্গিয়া।
যায় মৃত্যু অগোচর নির্ব্বাণে চলিয়া ॥

৪৭

সাগরের ভয়ঙ্কর প্লাবন আসিয়া।
যেরূপ নিদ্রিত গ্রামে নেয় ভাসাইয়া ॥
মৃত্যু ও সেইরূপ হবে যে জন বিলাসী।
যে চুনে বিলাস ভোগে ভাবি ফুলরাশি ॥

৪৮

বিলাসী বিলাস ভোগে সুখ নাহি পায়।
অথচ ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা নিত্য বাড়ি যায় ॥
চুনে সে বিলাস ভোগে ভাবি ফুলরাশি।
মৃত্যু তারে হরি লয় অলক্ষিতে আসি ॥

৪৯

মৌমাছি ফুলেতে বসি মধুপান করে।
রূপ গন্ধ আদি তার কিছুই না হরে ॥
মনানন্দে উড়ি যায় পূর্ণ করি আশ।
মুনি জন সেইরূপ গ্রামে করি বাস ॥

৫০

নিজ দোষ গুণ সেই করে অন্বেষণ।
নিজ কৃতাকৃত কার্য্যে দৃষ্টি অনুক্ষণ ॥
পর দোষ গুণ কিন্তু খোঁজে না কখন।
পর কৃতাকৃত কার্য্যে কিবা প্রয়োজন ॥

৫১

সুন্দর ফুলের বর্ণ যদিও সুন্দর।
গন্ধহীন হলে তারে করে না আদর ॥
বাক্য অনুযায়ী কার্য্য না করে যে জন।
নিশ্চয় নিষ্ফল তার বাক্য সুশোভন ॥

৫২

সুন্দর ফুলের বর্ণ কতই সুন্দর।
গন্ধযুত হলে আরো হয় মনোহর ॥
বাক্য অনুযায়ী কার্য্য করে যেইজন।
কত ফলদায়ী তার বাক্য সুশোভন ॥

৫৩

ফুলরাশি হতে যথা বিবিধ বরণ।
গঠিত হইতে পারে মালা সুশোভন ॥
মর্ত্ত্যলোকে জন্মিয়াও মর নরগণ।
পারয় অশেষ পুণ্য করিতে অর্জন ॥

৫৪

টগর মল্লিকা কিবা চন্দনের সুবাস।
যায় সেই দিগে বহে যে দিগে বাতাস ॥
সাধুর পুণ্যের গন্ধ কত শ্রেষ্ঠতর।
সর্ব্বদিগে সমভাবে বহে নিরন্তর ॥

৫৫

চন্দনের গন্ধ আহা কত মনোহর।
পদ্মের সুগন্ধ আহা কত সুখকর ॥
বস্‌সিক ফুলের গন্ধ নাসিকা রঞ্জন।
পুণ্যের সুগন্ধ কিন্তু ভবে অতুলন ॥

৫৬

চন্দনে টগরে বল যেই গন্ধ হয়।
অতি তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী শীঘ্র পায় লয় ॥
ধার্ম্মিকের পুণ্যগন্ধ কত মনোহর।
স্বর্গের দেবগণ মধ্যে বহে নিরন্তর ॥

৫৭

যে পুণ্যত্মা পুণ্য চিন্তা পুণ্যকর্ম্মে রত।
পাপ ফাঁদ ছিঁড়ি পুর্ণ বিদ্যা অধিগত ॥
জ্ঞানালোকে আলোকিত জীবন্মুক্ত নর।
ভয়ে পাপ নাহি যায় তাঁহার গোচর ॥

৫৮-৫৯

পথেতে জঞ্জাল ফেলে যেইখানে নর।
তথায় জনমে পুষ্প গন্ধ মনোহর ॥
সুবাসে সকল লোকে বিমোহিত করে।
সেইরূপ ভাবি সবে দেখহ অন্তরে ॥

শ্রীবুদ্ধের শিষ্য নিজ জ্ঞান বিদ্যাবলে।
কত শোভা পায় হীন অদীক্ষিত দলে ॥

মূর্খ বর্গ (৫)

৬০

যেইজন রাত্রি জাগে রাত্রি দীর্ঘ তার।
সেইজন ক্লান্ত দীর্ঘ যোজন তাহার ॥
যে নির্বোধ সত্যধর্ম মর্ম্মজ্ঞাত নয়।
সংসারে সে পুনর্জন্ম বার বার লয় ॥

৬১

যদি পথে নাহি পায় শ্রেষ্ঠ কি সমান।
পথিক গন্তব্য পথে করিবে প্রস্থান ॥
একাকীই যত্ন করি যাবে লক্ষ্য স্থানে।
না করিবে সখ্য কভূ নির্বোধের সনে ॥

৬২

মম পুত্র মম দারা মম ধন জন।
নির্বোধ এরূপ চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥
আপনার নহে নিজে নির্বোধ আপনে।
দারা-পুত্র-ধন তার হইবে কেমনে ॥

৬৩

যে নির্বোধ নিজে জানে নির্বুদ্ধিতা তার।
জ্ঞানী নাম হৈতে পারে পরিমাণ তার ॥
নির্বোধ হইয়া নিজে জ্ঞানী ভাবে যেই জন।
প্রকৃত নির্বোধ ভবে নিশ্চয়ই সেই জন ॥

৬৪

জ্ঞানীসহ বসবাস করি আজীবন।
সত্যধর্ম্ম নাহি জানে নির্বোধ কেমন ॥

যদিও ব্যঞ্জন সহ নিত্য ব্যবহার।
চামচা কি জানে কভূ আস্বাদন তার ॥

৬৫

কিন্তু বুদ্ধিমান যদি জ্ঞানী সহ রয়।
অল্পকালে সত্যধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হয় ॥
যেমন ব্যঞ্জন সহ হলে ব্যবহার।
তখনি বুঝয়ে জিহ্বা আস্বাদন তার ॥

৬৬

নির্বোধ আপনি হয়ে শত্রু আপনার।
নিত্য পুনর্জন্ম লভি ভ্রময়ে সংসার ॥
জন্মে জন্মে নিত্য নিত্য করে নর পাপ।
সে পাপের ফলে পায় অশেষ সন্তাপ ॥

৬৭

সে কর্ম্ম করিয়া লোকে অনুতাপ করে।
সুকর্ম্ম বলিয়া বলা নাহি যায় তারে ॥
কেননা তাহার ফল সদাই রোদন।
হা হতোস্মি অশ্রুজল মলিন বদন ॥

৬৮

যে কর্ম্ম করিলে নহে অনুতাপ মনে।
সুকর্ম্ম বলিয়া তারে বলে জ্ঞানী জনে ॥
সুকর্ম্মের পুরষ্কার প্রসন্ন বদন।
সদানন্দ ময় সদা স্থির শান্তমন ॥

৬৯

কুকর্ম্মের দন্ড নাহি পায় যতক্ষণ।
মধুসম মিষ্ট তারে ভাবে পাপীগণ ॥

কিন্তু নিজ কুকর্ম্মের দন্ড হয় যবে।
সেই হতে নানারূপ কষ্ট পায় ভবে ॥

৭০

মাসে মাসে কুশাঙ্কুর করুক আহার।
নির্বোধ নির্বোধ রবে বিচিত্র কি তার ॥
কিন্তু যেই জন সত্যধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছে।
নির্বোধ ষোড়শ অংশ নহে তার কাছে ॥

৭১

সদ্য দুধে শীঘ্র শীঘ্র নাহি জন্মে দধি।
পাপকর্ম্ম নাহি ফলে সদ্য নিরবধি ॥
পাপকর্ম্ম হতে পাপী ত্রাণ নাহি পায়।
ভস্মাবৃত বহ্নি সম ফল পাছে ধায় ॥

৭২

অদীক্ষিত যেইজন যদিও বিদ্বান।
সে বিদ্যায় ফল নাই ধূলির সমান ॥
পুণ্যের উজ্জ্বল জ্যোতি পাপে নষ্ট করে।
পাপ ভাঙ্গে তার মাথা আছড়ি সজোরে ॥

৭৩

মোর পাছে অনুগামী হয় সজ্ঘদল।
বিহারে আমার আছে ক্ষমতা প্রবল ॥
অন্য ধর্ম্মাশ্রয়ী করে আমার সমান।
নির্বোধেই করে শুধু এ মিথ্যা ব্যাখ্যান ॥

৭৪

ভিক্ষু উপাসকে করে আমায় সম্মান।
আমার কর্ম্মের করে কতই ব্যাখান ॥

করি হেন কুকামনা কুকল্পনা যার।
নির্বোধের দিন দিন বাড়ে অহঙ্কার ॥

৭৫

ফলকামী হয়ে করা পুণ্য উপার্জন।
বিস্তর প্রভেদ আর নির্বাণ গমন ॥
সেই হেতু যাগ যজ্ঞ করিয়া বর্জ্জন।
বুদ্ধ শিষ্য ছিন্ন করে সংসার বন্ধন ॥

পন্ডিত বর্গ (৬)

৭৬

দোষ হেতু জ্ঞানী যদি করে তিরস্কার।
দেখাইয়া দেয় দোষ কোথায় তাহার ॥
তাহা হলে সে জ্ঞানীরে পুজিবে সেজন।
ধন দেখাইয়া দিলে পুজিত যেমন ॥
তাহারে পুজিলে হয় মঙ্গল বিস্তর।
পরম মঙ্গলালয় সেই গুণাকর ॥

৭৭

পাপকর্ম্ম করিবারে যে করে বারণ।
শিক্ষা উপদেশ দান করেন অনুক্ষণ ॥
সজ্জনের কাছে সেই পায় সমাদর।
অনাদর করে তারে অধম পামর ॥

৭৮

অধার্ম্মিক বন্ধু সনে না করিবে বাস।
কদাচিৎ দুর্জ্জনের না যাইবে পাশ ॥
ধার্ম্মিক বন্ধুর সনে নিরত থাকিবে।
প্রাণান্তেও সজ্জনের সঙ্গ না ছাড়িবে ॥

৭৯

ধর্ম্মামৃত পান যেই করে অনুক্ষণ।
কত সুখে থাকে সেই হয়ে শান্ত মন ॥
মুক্তিদাতা যেই ধর্ম্ম করেছে প্রচার।
পন্ডিত নিয়ত তৃপ্ত আস্বাদনে তার ॥

৮০

কৃষক লইয়া যায় যথা ইচ্ছা নীর।
ধানুষ্ক সরল করে আপনার তীর ॥
সুতারে স্বেচ্ছায় করে কাঠের গঠন।
মনের শাসন করে পন্ডিত যে জন ॥

৮১

পর্ব্বত নাড়িতে কভূ না পারে পবন।
অচল অটল ভাবে রহে অনুক্ষণ ॥
লোকে যদি তথা শত স্তুতি নিন্দা না করে।
পন্ডিত জনের মন কখনো না পড়ে ॥

৮২

গভীর দীঘির জল কত পরিষ্কার।
সুস্থির প্রশান্ত ভাবে রহে অনিবার ॥
সেইরূপ সত্যধর্ম্ম শুনেছে যেজন।
কত স্থির শান্ত স্বচ্ছ আহা তাঁর মন ॥

৮৩

সজ্জনেরা আত্মোৎসর্গ করে অনুক্ষণ।
সযতনে করে সদা বাসনা দমন ॥
উদাসীন হয়ে দেখে ভোগাদি বিলাস।
কখনই সুখ দুঃখ না করে প্রকাশ ॥

৮৪

যেইজন নিজ কিম্বা পরের কারণ।
নাহি চায় পুত্র কন্যা রাজ্য ধনবান ॥
না চায় অসদুপায়ে নিজের উন্নতি।
ধার্ম্মিক পুণ্যাত্মা জ্ঞানী সেই মহামতি ॥

৮৫

অসংখ্য অসংখ্য নর আছয়ে ধরায়।
কদাচিৎ অতি অল্প পার হয়ে যায় ॥
প্রায় নরে শুধু তীরে দৌঁড়াদৌঁড়ি করে।
দৌঁড়াই যায় শুধু হয় প্রায় নরে ॥

৮৬

তথাপি যাহারা ভবে ধর্ম্মময় প্রাণ।
যদি পায় সত্যধর্ম্ম উপদেশ দান ॥
মহা কষ্টে অন্য পারে পার হয়ে যাবে।
মৃত্যু অধিকৃত রাজ্য পাছে পড়ি রবে ॥

৮৭-৮৮

সুখ ভোগ ঘর দ্বার করি পরিহার।
যেজন বিহার মাত্র করিয়াছে সার ॥
ইন্দ্রিয় বিলাস ভোগ করিয়া বর্জ্জন।
নির্জ্জনে উন্নতি লাভে যত্ন করে অনুক্ষণ ॥
মানসিক মলিনতা করি পরিহার।
উচ্চ তত্ত্ব সুখ লাভে বাসনা যাহার ॥
নিজ অন্ধকারাবস্থা করিয়া বর্জ্জন।
আলোকে সে যেতে পারে করিলে যতন ॥

৮৯

বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ প্রাপ্ত যার মন।
বিষয় বাসনা বর্জ্জি সুখী অনুক্ষণ ॥
পাপমুক্ত হয়ে যারা প্রজ্ঞা আলোকিত।
তাহারা নির্ব্বাণ লাভ করিবে নিশ্চিত ॥

অর্হৎ বর্গ (৭)

৯০

গন্তব্য পথের প্রান্ত প্রাপ্ত যেইজন।
সকল উদ্বেগ শূন্য যাহার জীবন ॥
বাসনা বন্ধন ছিঁড়ি মুক্ত যেইজন।
দুঃখ ক্লেশ হতে মুক্ত নিশ্চয় সে জন ॥

৯১

নিয়ত উন্নতি পথে চলে চিন্তাশীল।
গৃহ সুখে সুখী তারা নহে মাত্র তিল ॥
গৃহ পরিহার করে হইয়া সত্বর।
উড়ে যথা বন্য হংস ছাড়ি সরোবর ॥

৯২

যাহাদের নাই আর কর্ম্মের সঞ্চয়।
আহারের ধর্ম্ম জানি আহার করয় ॥
চিন্তামুক্ত কাম পাপ অজ্ঞানতা হতে।
এ-সবায় উপাদান ও বিলয় চিত্ততে ॥
তাহাদের ভাগ্য কথা বলা নাহি যায়।
বিহগের গতি যেন আকাশের গায় ॥

৯৩

যাহার ইন্দ্রিয় বৃত্তি হইয়াছে নাশ।
যে দেহ পোষণ হেতু নহে ভক্ষ্যদাস ॥

চিন্তামুক্ত কাম পাপ অজ্ঞানতা হতে।
চিন্তার বিষয় ও যার না যায় পাপেতে ॥
তাহার পথের কথা বলা নাহি যায়।
বিহগের পথ যেন আকাশের গায় ॥

৯৪

দম্ভ ত্যজি করে যেই ইন্দ্রিয় দমন।
চালক যেমন দমে নিজ অশ্বগণ ॥
কলুষ হতে মুক্ত যেই মহাশয়।
দেবগণ (ও) বাঞ্ছা করে তার সম হয়।

৯৫

মণী কিম্বা কাষ্ঠ সম হয়ে যেইজন।
বিরক্তি সন্তোষ ব্যক্ত না করে কখন ॥
পঙ্ক শূন্য হ্রদ সম যেই মহাশয়।
পুনর্জন্ম তার পক্ষে কখন না হয় ॥

৯৬

স্থির শান্ত নির্বিকার যেই মহাজন।
পূর্ণ জ্ঞানে পাপ মুক্ত হয়েছে যেজন ॥
সেই জ্ঞানী নহে শুধু আপনি প্রশান্ত।
চিন্তা বাক্য কার্য্য তার হয়েছে শান্ত ॥

৯৭

ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাসেতে আস্থা নাই যার।
অসৃষ্ট পদার্থ হয় বিদিত যাহার ॥
যেজন করেছে ছিন্ন সকল বন্ধনে।
সুবিধা না খোঁজে কভূ কর্ম্ম সম্প্রাদনে ॥
সকল বাসনা হতে লভেছে নিষ্কৃতি।
প্রকৃতই নরোত্তম সেই মহামতি ॥

৯৮

উচ্চ কিম্বা নীচ দেশ হউক যেমন।
অথবা হউক সেই নিবিড় কানন ॥
করয় অর্হৎগণ বসতি যথায়।
প্রকৃত সুখের স্থান তাহা এ ধরায় ॥

সহস্র বর্গ (৮)

১০০

কি কাজ সহস্র বাক্য অর্থ নাই যার।
কোন ফল নাহি হয় উচ্চারণে তার ॥
অর্থযুক্ত এক বাক্য অতি মনোহর।
যাহার শ্রবণে নর সুস্থির অন্তর ॥

১০১

কি কাজ সহস্র বাক্যযুক্ত এক গাথা।
শতগুণে ভাল অর্থযুক্ত এক কথা ॥
অর্থযুক্ত একবাক্য অতি মনোহর।
যাহার শ্রবণে নর সুস্থির অন্তর ॥

১০২

অর্থশূন্য শত গাথা করি উচ্চারণ।
সিদ্ধ নাহি হয় তাতে কোন প্রয়োজন ॥
ধর্ম্মগ্রন্থ এক গাথা অতি হিতকর।
যাহার শ্রবণে নর সুস্থির অন্তর ॥

১০৩

কি কাজ সহস্র বার জিনি রণস্থলে।
কি কাজ সহস্র শত জিনি অরি দলে ॥
ইন্দ্রিয় দমিয়া যে করেছে আত্ম জয়।
প্রকৃত বিজয়ী সেই নাহিক সংশয় ॥

১০৪-১০৫

পরাজয় হতে আত্ম জয় হিতকর।
আত্ম সংযমনে হয় মঙ্গল বিস্তর ॥
কঠিন শাসনে যে করেছে আত্ম জয়।
তার কাছে ব্রহ্মা মার মানে পরাজয় ॥
তার জয়ে পরাজয় করিবে যে জন।
দেবনাগ ব্রহ্মা মারে নাহি হেন জন ॥

১০৬

মাসে মাসে শতবর্ষ করিয়া গণন।
যাগ যজ্ঞ পূজা হোমে কিবা প্রয়োজন ॥
মুহুর্ত্ত থাকিয়া সিদ্ধ পুরুষের সনে।
কোটি যজ্ঞ ফল হয় তাঁহার সেবনে ॥

১০৭

অগ্নি জ্বালি শতবর্ষ তপ করে বনে।
যাগ যজ্ঞ রাত্রি দিন যে করে যতনে ॥
তথাপিও ফল তার তাতে তত নয়।
মুহুর্ত্ত সেবিলে সিদ্ধ নরে যত হয় ॥

১০৮

পুণ্য লাভ আশা করি যদি কোন নর।
পাপে দান দেয় ক্রমে শতেক বৎসর ॥
তথাপি তাহাতে ফল না হয় কিঞ্চিৎ।
সাধুর সম্মানে ফল বাড়ে অত্রমিৎ ॥

১০৯

সর্ব্বদা অভ্যাস যার বন্দন মাননে।
বৃদ্ধের সম্মান যেই করে সযতনে ॥

সেই ব্যক্তির অধিকার জন্মে চারি ধনে।
আয়ু বর্ণ সুখ বল বাড়ে দিনে দিনে ॥

১১০

চিন্তাহীন পাপ কর্ম্মে রত অনুক্ষণ।
শতবর্ষ বাঁচি তার কোন প্রয়োজন ॥
চিন্তাশীল পূণ্য কর্ম্মে রত যেই নর।
তার পক্ষে একদিন আয়ু হিতকর ॥

১১১

অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল নির্ব্বোধ যেজন।
শতেক বৎসর তার বাঁচা অকারণ ॥
ধ্যানশীল জ্ঞানবান যেই মহাশয়।
একদিন আয়ু তার পক্ষে শ্রেয় হয় ॥

১১২

যে জন অলস আর যেজন দুর্ব্বল।
শতবর্ষ বাঁচি তার নাহি কোন ফল ॥
পুণ্য লাভে যত্ন চেষ্টা যার অনুক্ষণ।
একদিন আয়ু পেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই জন ॥

১১৩

জন্ম মৃত্যু নাহি বুঝে না জানে যেজন।
শতেক বৎসর তার বাঁচা অকারণ ॥
জন্ম মৃত্যু বুঝে যেই জানে যেইজন।
একদিন আয়ু পেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই জন ॥

১১৪

দেখিতে না পায় যেই অনশ্বর স্থল।
শতেক বৎসর তার বাঁচি কিবা ফল ॥

অনশ্বর স্থল কোথা দেখে যেই জন।
একদিন আয়ু তার সহস্র গণন ॥

১১৫

দেখিতে না পায় যেই ধর্ম্ম উচ্চতম।
শতেক বৎসর কেন বাঁচে নরাধম ॥
উচ্চতম ধর্ম্ম যেই দেখে অবিরত।
দিনেকের আয়ু শ্রেয় তাহার নিশ্চিত ॥

পাপ বর্গ (৯)

১১৬

পুন্য কর্ম্মে প্রাণপণে করিবে যতন।
পাপ চিন্তা হতে যত্নে ফিরাইবে মন ॥
দীর্ঘ সূত্রী হলে কেহ পুণ্য সম্প্রাদনে।
পাপের মাঝারে তবে মন তার মজে ॥

১১৭

যদি কভূ পাপ কর্ম্ম করে কোন নর।
পুনঃ পুনঃ যেন নাহি করে অতঃপর ॥
পুনঃ পুনঃ হয় যদি পাপের সঞ্চয়।
অনন্ত যন্ত্রনা সেই ভোগিবে নিশ্চয় ॥

১১৮

যদি কভূ পুণ্য কর্ম্ম করে কোন জন।
পুনঃ পুনঃ যেন তাহা করে অনুক্ষণ ॥
পুনঃ পুনঃ হয় যদি পুণ্যের সঞ্চয়।
অনন্ত মঙ্গল সেই লভিবে নিশ্চয় ॥

১১৯

পাপে সুখ ততদিন পায় পাপীচয়।
যতদিন পাপ ফলে পঙ্ক নাহি হয় ॥

পাপীর পাপের ফল পক্ক হয় যবে।
সম্মুখে অনন্ত দুঃখ দেখে পাপী তবে ॥

১২০

যতদিন পুণ্য ফল পক্ক নাহি হয়।
পাপ বলি পুণ্য কর্ম্মে ভাবে সদাশয় ॥
সাধুর পুণ্যের ফল পক্ক হয় যবে।
সম্মুখে অনন্ত সুখ দেখে সাধু তবে ॥

১২১

সামান্য ভাবিয়া পাপে যে উপেক্ষা করে।
সে নির্বোধ রাশি রাশি পাপে ডুবে মরে ॥
বিন্দু বিন্দু বারি যদি হয় সংঘটন।
কে না জানে হয় শীঘ্র কলসী পূরণ ॥

১২২

সামান্য ভাবিয়া পুণ্যে যে উপেক্ষা করে।
পুণ্যস্তুপ হেরি সেই বিস্মিত অর্চ্চরে ॥
বিন্দু বিন্দু বারি যদি হয় সংঘটন।
কে না জানে হয় শীঘ্র কলসী পূরণ ॥

১২৩

অসহায় ধনবান বণিক যেমন।
আশঙ্কা জনক পথ করয় বর্জ্জন ॥
বাঁচিতে চাহিলে যেন বিষ পরিহরে।
পাপ কর্ম্ম ত্যজে ভয়ে তথা জ্ঞানী নরে ॥

১২৪

অক্ষত হস্তেতে বিষ যদি কেহ ধরে।
সেই বিষে তার কিছু ক্ষতি নাহি করে ॥

বল তার কি হইবে যে না করে পাপ।
পাপ তারে ছেড়ে যায় পেয়ে পরিতাপ ॥

১২৫

নির্দোষীর প্রতি যেই অত্যাচার করে।
অকারণে হিংসে যেই সাধু সজ্জনেরে ॥
আপনা হইতে পাপী পাপ দন্ড পায়।
বায়ুতে মারিলে ধূলা আসে নিজ গায় ॥

১২৬

কেহ কেহ জন্ম লয় মায়ের উদরে।
পাপীগণ জন্মে গিয়া নরক ভিতরে ॥
স্বর্গে গিয়া জন্ম লয় পুণ্যত্মা যেজন।
সিদ্ধ মুক্ত নর করে নির্ব্বাণে গমন ॥

১২৭

আকাশ সাগর কিম্বা পর্ব্বত ভিতরে।
অথবা এমন স্থান নাহিক সংসারে ॥
যেখানে পশিয়া নর পাবে পরিত্রাণ।
কোথাও পাপের হাতে নাহিক এড়ান ॥

১২৮

আকাশ সাগর কিম্বা পর্ব্বত ভিতরে।
অথবা এমন স্থান নাহিক সংসারে ॥
মৃত্যু হস্তে হতে নর পাবে পরিত্রাণ।
কোথাও মৃত্যু হইতে নাহিক এড়ান ॥

দন্ড বর্গ (১০)

১২৯

দন্ড নাম শুনি ভয়ে সকলেই কাঁপে।
সকলেই ভয় করে মৃত্যুর প্রতাপে ॥

অব্রবৎ সর্ব্বভূতে ভাবি নরগণ।
প্রাণী হিংসা হত্যা আর করো না কখন ॥

১৩০

সকলেই ভয়ে কাঁপে দন্ডের তাড়নে।
সকলেই ভালবাসে আপন পরাণে ॥
অব্রবৎ সর্ব্বভূতে ভাবি নরগণ।
হিংসা হত্যা হতে হও বিরত এমন ॥

১৩১

নিজ সুখ তরে যেই প্রহারে অপরে।
সুখের বাসনা আছে তাদেরী অন্তরে ॥
পর সুখ নাশ করে নিজের কারণ।
পরজন্মে সুখী সেই হবে না কখন ॥

১৩২

সর্ব জীব সুখ চায় ভাবিয়া অন্তরে।
নিজ সুখ তরে যেই না মারে অপরে ॥
নিজ হেতু পরসুখ নাশে না যেজন।
পরজন্মে সুখী হবে নিশ্চয় সে জন ॥

১৩৩

কাহাকেও বলিবে না কুবাক্য কখন।
প্রতিশোধে তুমিও শুনিবে কুবচন ॥
রাগান্বিত বাক্যে লোকে ক্লেশ পায় মনে।
তুমিও পাইবে ক্লেশ তার প্রতিদানে ॥

১৩৪

ভঙ্গ বাদ্য-যন্ত্র সম যবে তুমি হবে।
নির্ব্বাণ নিকটে তব তখনি জানিবে ॥

বাজাইলে না বাজিবে হইবে যখন।
নিন্দনীয় কর্ম্ম শূন্য হয়েছ তখন ॥

১৩৫

দন্ডের তাড়ন দ্বারা যেরূপ রাখাল।
চরিবার ভূমে নেয় আপন গোপাল ॥
জরামৃত্যু সেইরূপ জীবের জীবনে।
তাড়াইয়া নেয় নব শরীর গ্রহণে ॥

১৩৬

নির্বোধ জানে না কিন্তু তার পাপ ফলে।
ভবিষ্যতে কি হইবে কি কর্ম্ম করিলে ॥
আপনার কর্ম্মফলে সদা পুড়ি মরে।
অগ্নি দগ্ধ লোক যেন ধড়ফড় করে ॥

১৩৭-১৪০

নির্দোষী নিরীহে যেবা দন্ডাঘাত করে।
দশবিধ দন্ডে দন্ড ভোগে সে সত্ত্বরে ॥
কঠিন যাতনা পায় সর্ব্বনাশ হয়।
শরীর বৈকল্য ঘটে জন্মে রাজভয় ॥
মনের বিকৃতি আর ভয়ানক রোগ।
আত্মীয় বান্ধব মরি পায় নানা শোক ॥
আকস্মিক মহাভয় ধন নাশ আর।
বিষয় বিভব পুড়ি হয় ছারখার ॥
অন্তকালে পাপ দেহ হইলে পতন।
নিশ্চয় করিবে পাপী নরকে গমন ॥

১৪১

জটা ভস্ম উলঙ্গতা কিবা অনশন।
কাদা ধূলি গায়ে মাখা ভূমিতে শয়ন ॥

পা মুড়ায়ে বসি লোক মুক্ত নাহি হয়।
অবিদ্যা হইতে মুক্ত যতদিন নয় ॥

১৪২

ইন্দ্রিয় দমন করি শান্ত স্থির মন।
বুদ্ধ উপদেশ মত চলে অনুক্ষণ ॥
চারি সত্যে প্রতিষ্ঠিত দয়াবান জীবে।
ব্রাহ্মণ শ্রমণ ভিক্ষু তাহারে বলিবে ॥

১৪৩

ভাল ঘোড়া কশাঘাত ভয়ে নিজে চলে।
লোকে পাপ নাহি করে পাছে কেহ বলে ॥
পাপ ভয়ে নিজ পাপ না করে যেজন।
বল হেন এ সংসারে আছে কয়জন ॥

১৪৪

কশাঘাত ভয়ে ভীত ঘোড়ার মতন।
উৎসাহী সাহসী হতে করহ যতন ॥
ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ পুণ্য উদ্যম বিশ্বাসে।
চিন্তাশীল জ্ঞানী হও উত্তম অভ্যাসে ॥
বিবিধ জনম দুঃখ করি পরিহার।
অনায়াসে ভবার্ণব হয়ে যাও পার ॥

১৪৫

কৃষক লইয়া যায় যথা ইচ্ছা জল।
আপনার ধনু করে থানুষ্ক সরল ॥
যথেচ্ছা গঠন করে কাষ্ঠে সূত্রধর।
নিজের শাসন করে পুণ্যবান নর ॥

জরা বর্গ (১১)

১৪৬

নিরন্তর সংসারেতে জ্বলিছে অনল।
এ আনন্দ এ আমোদ তবে কেন বল?
অন্ধকার পথহারা করিছ ভ্রমণ।
জ্ঞান আলো কেন নাহি কর অন্বেষণ ॥

১৪৭

সজ্জিত প্রতিমা সম দেখ এ শরীর।
ভিতরেতে ক্লেশ ক্লেদ পুরিষ রুধির ॥
অপরের কুকল্পনা সাধিবার স্থল।
এ শরীরে যত কিছু অস্থায়ী কেবল ॥

১৪৮

জরাজীর্ণ এ শরীর রোগের আলয়।
অপবিত্র বস্তু যত ইহাতে সঞ্চয় ॥
পুতিগন্ধ ময় স্তুপ ভাঙ্গিবেক যবে।
মৃত্যু ভয়ে প্রাণ পাখী পলাইবে তবে ॥

১৪৯

শীতকালে পরিত্যক্ত অলাবুর প্রায়।
রহিবে এ সব অস্থি পড়িয়া ধরায় ॥
এ সকল অস্থি দেখি তবু কেন নরে।
কি আমোদ পায় জানি ইহার ভিতরে ॥

১৫০

অস্থি দ্বারা দেখ ঘর হয়েছে নির্ম্মিত।
রক্ত মাংস উপরেতে হয়েছে লেপিত ॥
ঘরের ভিতরে রাখিয়াছে গুপ্ত ধন।
অহঙ্কার কপটতা বার্দ্ধক্য মরণ ॥

১৫১

সুশোভন রাজরথ চূর্ণ হয়ে যায়।
জরাজীর্ণ এ শরীর শীঘ্র লয় পায় ॥
সাধুর অবস্থা কিন্তু বিনষ্ট না হয়।
পরস্পর সাধুগণ এই কথা কয় ॥

১৫২

মূর্খ লোক বৃদ্ধি পায় কেবল শরীরে।
বৃষ সম স্থূল হয় বৎসরে বৎসরে ॥
মূর্খের শরীরে শুধু মাংস বৃদ্ধি পায়।
কিন্তু তার জ্ঞান বৃদ্ধি জীবনেও নয় ॥

১৫৩

পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ অতি দুঃখ কয়।
খুঁজিতেছি নির্ম্মাইল কেবা এই ঘর ॥
কোথায় নির্ম্মাতা সেই না পাইয়া তারে।
পুনঃ পুনঃ জন্ম লয়ে আসিনু সংসারে ॥

১৫৪

হে গৃহ নির্ম্মাতা তোরে পেয়েছি এবার।
পারিবি না বাঁধিবারে এ ঘর আবার ॥
গৃহ-সরঞ্জাম মম হইয়াছে লয়।
আমিও করেছি সব তৃষ্ণা ভস্ম ময় ॥

১৫৫

যৌবনেতে যে না অর্জ্জে ধর্ম্মরূপ ধন।
দানশীল ধর্ম্মচর্য্যা না করে যে জন ॥
ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয় যত কাল যায়।
মৎস্য শূন্য সরোবরে বক কিবা পায় ॥

১৫৬

যে নর যৌবন কালে নাহি অর্জ্জে ধন।
দানশীল ধর্ম্মচর্য্যা না করে যে জন ৷৷
পড়ি থাকে যেন ধনু পরিত্যক্ত শর।
অতীত বিষয় স্মরি কাঁদে নিরন্তর ৷৷

আত্ম বর্গ (১২)

১৫৭

যেই জন আপনারে ভালবাসে অতি।
সর্ব্বদা রাখিবে দৃষ্টি আপনার প্রতি ৷৷
সুপ্রহরী তিনকালে জাগে নিরন্তর।
বারেক কি না জাগিবে জ্ঞানী নর ৷৷

১৫৮

জ্ঞানীলোকে প্রথমেতে নিজে স্থিত হবে।
তারপরে অন্যজনে উপদেশ দিবে ৷৷
নিজে স্থিত হয়ে দেয় উপদেশ পরে।
তা হলে তাহার নিন্দা কেহই না করে ৷৷

১৫৯

অপরেরে উপদেশ দিবে যে প্রকার।
আপনি নিজেও কর সেই ব্যবহার ৷৷
আত্ম দমনক পারে দমিতে অপরে।
নিজের দমন করা কঠিন সংসারে ৷৷

১৬০

আপনিই আপনার প্রভূ এ সংসারে।
নিজে বিনে অন্যে নিজ প্রভূ হতে পারে ৷৷
আত্ম দমনের দ্বারা লভে তাহা নর।
প্রভূর লভিতে যাহা নিতান্ত দুষ্কর ৷৷

১৬১

অকৃত অসৃষ্ট আত্মভব পাপে।
নির্বোধ সমূলে নষ্ট হয় অনুতাপে ॥
আকাশ হইতে হয় বজ্রের পতন।
ধ্বংস হয়ে যায় যথা আকর রতন ॥

১৬২

শালগাছ লতা যেন জড়াইয়া থাকে।
সেইরূপ পাপরাশী জড়ায়ে যাহাকে ॥
সেই পাপী আপনার তত ক্ষতি করে।
শত্রুও তাহার যত কামনা না করে ॥

১৬৩

নিজের অহিতকর কার্য্য আছে যত।
সহজে তা করি বসে মানব সতত ॥
কিন্তু হিতকর কার্য্য প্রকৃত যে সব।
তাহার সাধনে নর মানে পরাভব ॥

১৬৪

যে নির্বোধ আপনার মজি অহঙ্কারে।
সজ্জন সাধুর বাক্যে হতাদর করে ॥
আপনার মৃত্যু ডাকে চলি ভ্রান্ত মতে।
কাখাকার ফল ধরে আপনা নাশিতে ॥

১৬৫

নিজে পাপ করে লোকে নিজে করে ক্ষতি।
পবিত্রতা লভে নিজে নিজে শুদ্ধ মতি ॥
পবিত্র কি অপবিত্র নিজেতে নির্ভরে।
পবিত্র করিতে নারে একে যে অপরে ॥

১৬৬
পরহিত অনুরোধে নিজ নরচয়।
নিজহিতে অনাদর করা ভাল নয় ॥
যদি জানে তাতে হবে নিজের মঙ্গল।
নিজ হিতে উদাসীন থাকিয়া কি ফল ॥

লোক বর্গ (১৩)

১৬৭
মন্দ যাহা তাহা কভূ কর না গ্রহণ।
ভ্রান্ত মত অবলম্বী হৈওনা কখন ॥
চিন্তা শূন্য হয়ে বাঁচা না হয় উচিত।
ভূলোকের বৃদ্ধিকারী হবে না নিশ্চিত ॥

১৬৮
সংগ্রহ করিতে খাদ্য ভূলো না কখন।
যোগ্যধর্ম্ম অবলম্বী হবে সর্ব্বজন ॥
সত্যধর্ম্ম অবলম্বী হয়ে চলে যারা।
ইহলোকে পরলোকে সুখী হবে তারা ॥

১৬৯
প্রাণপণে কর সবে পুণ্যানুসরণ।
পাপের পশ্চাৎগামী হবে না কখন ॥
সত্যধর্ম্ম অবলম্বী হয়ে চলে যারা।
ইহলোকে পরলোকে সুখী হয় তারা ॥

১৭০
জলবিম্ব সম এই সংসারে ভাবিবে।
কিম্বা মরীচিকা সম ইহারে জানিবে ॥
সংসারে এরূপ চক্ষে দেখে যেইজন।
পুনঃ মৃত্যু নাহি পায় তাহার দর্শন ॥

১৭১
এস এস এ ভূলোক কর নিরীক্ষণ।
রাজরথ সম ইহা হয়েছে শোভন ॥
নির্বোধেরা ডুবে যায় শোভা দেখি তার।
পন্ডিত না হয় মুগ্ধ দেখিয়া সংসার ॥

১৭২
ইতিপূর্বে চিন্তাহীন ছিল যেই নর।
চিন্তাশীল হয়ে এবে চিন্ত নিরন্তর ॥
তাহার আলোকে ধরা আলোকিত হয়।
মেঘমুক্ত শশী যেন হইলে উদয় ॥

১৭৩
পুণ্য দ্বারা পাপ কার্য্য ঢাকে যেজন।
অতুল সম্প্রদ যেই করিল অর্জ্জন ॥
তাহার আলোকে ধরা আলোকিত হয়।
মেঘমুক্ত শশী যেন হইলে উদয় ॥

১৭৪
আচ্ছাদিত এ সংসার ঘোর অন্ধকারে।
অতি অল্প লোক হেথা পায় দেখিবারে ॥
জালমুক্ত পক্ষী যেন প্রাণ ভয়ে ধায়।
সেইরূপ অতি অল্প লোকে স্বর্গে যায় ॥

১৭৫
কোন কোন হংস যথা উড়ে সূর্য্যপানে।
দেববলে শূন্যপথে যায় কোন জনে ॥
পন্ডিত সসৈন্যে করি পরাজয় মার।
চলি যায় করি পরিহার এ সংসার ॥

১৭৬

পুনঃ পুনঃ জন্ম নিতে হইবে যাহার।
মিথ্যা বলে, মিথ্যা ব্যাখ্যা করে অবস্থার ॥
হেন পাপ নিঃসংশয় নাহিক সংসারে।
সে অক্ষুব্ধ চিত্তে যাহা করিতে না পারে ॥

১৭৭

নির্বোধে দানের কভূ প্রশংসা না করে।
সেই হেতু তারা স্বর্গে যাইতে না পারে ॥
জ্ঞানীলোক দানধর্ম্মে বড় সুখ পায়।
ততোধিক সুখী হয় যবে স্বর্গে যায় ॥

১৭৮

ধরায় রাজত্ব লাভ যত সুখকর।
স্বর্গে গিয়া যত সুখ ভোগে সাধু নর ॥
যত সুখ ত্রিলোকের অধিপতি হলে।
ততোধিক সুখ হয় স্রোতাপত্তি ফলে ॥

বুদ্ধ বর্গ (১৪)

১৭৯

যাহার বিজয় কেহ নারে পরাজিতে।
জয়ের তুলনা যার মিলে না মহীতে ॥
যিনি বুদ্ধ অন্তহীন গোচর যাঁহার।
তাঁহার তুলনা নাই পৃথিবীর মাঝার ॥

১৮০

বিষবৎ তৃষ্ণাবদ্ধ হয়ে যে না চলে।
যেইজন নহে বদ্ধ বাসনার জালে ॥
অবস্থা রহিত যিনি জ্ঞানের সাগর।
তাঁহার তুলনা নাই জগত ভিতর ॥

১৮১

ধ্যানশীল চিন্তাশীল যেই সাধুজন।
মুক্তির শান্তিতে সুখী ছিঁড়িয়া বন্ধন ॥
সদা চিন্তাশীল যাঁরা প্রজ্ঞালোক ময়।
দেবতার (ও) হিংসা হয় সেইরূপ হয় ॥

১৮২

মানবের জন্ম বুঝা বুদ্ধির অতীত।
জীবের জীবন বুঝা কঠিন নিশ্চিত ॥
সত্যধর্ম্ম শুনা হয় বড় কষ্টকর।
বুদ্ধের জনম তথা কোথা বুঝে নর ॥

১৮৩

বিষবৎ পাপকর্ম্ম কর পরিহার।
প্রাণপণে পুণ্য কর্ম্ম কর অনিবার ॥
নিজ মন সুপবিত্র কর সর্ব্বজন।
এইরূপ উপদেশ দেন বুদ্ধগণ ॥

১৮৪

বহু দুঃখে সহিষ্ণুতা উন্নত অভ্যাস।
নির্বাণ পরম পদ বুদ্ধের প্রকাশ ॥
অত্যাচারী মুনি নাম না পায় কখন।
হিংসাকারী পরঘাতী হবে না শ্রমণ ॥

১৮৫

প্রাতিমোক্ষ নীতি মতে সংযম অভ্যাস।
পরিমিত পানাহার নির্জনেতে বাস ॥
চিন্তা চিত্ত সংযমন বুদ্ধ উপদেশ।
নাহি তথা তিরস্কার শারীরিক ক্লেশ ॥

১৮৬

কাহাপণ বৃষ্টি যদি হয় এ সংসারে।
লালসার তৃপ্তি তব নাহি হয় নরে ॥
লালসার তৃপ্তি নাই শুধু শোক কর।
এ কথা যে জানে সেই ভবে জ্ঞানী নর ॥

১৮৭

স্বর্গীয় সুখেতে সুখী হয় সেইজন।
বাসনার ধ্বংস করে করি প্রাণপণ ॥
পার্থিব আমোদে মত্ত কখনই নয়।
বুদ্ধের সুযোগ্য শিষ্য সেজন নিশ্চয় ॥

১৮৮

মনুষ্য সর্ব্বদা ক্লেশ ভয়ে ভীত হয়।
রক্ষা পাইবারে লয় বিবিধ আশ্রয় ॥
কেহ যায় পর্ব্বতেতে কেহ যায় বনে।
কেহ যায় বৃক্ষতলে বিহার সদনে ॥

১৮৯

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে সু-আশ্রয়।
প্রকৃত নির্বিঘ্ন স্থান তাহা কভূ নয় ॥
এরূপ আশ্রয় স্থানে করিয়া গমন।
দুঃখ হতে মুক্ত নর না হয় কখন ॥

১৯০-১৯১

বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ আশ্রয়েতে যেই যায়।
উচ্চ স্থানে তথা চারি মহাসত্য পায় ॥
তাহা হয় দুঃখ, আর দুঃখের কারণ।
দুঃখের নিরোধ সত্য তৃতীয়ে গণন ॥

দুঃখের নিরোধোপায় হয় চতুর্থেতে।
যাহাতে যাইতে পারে অষ্টাঙ্গ মার্গতে ॥

১৯২

এরূপ আশ্রয় হয় নির্বিঘ্ন আশ্রয়।
এরূপ আশ্রয় হয় উত্তম আশ্রয় ॥
এরূপ আশ্রয় স্থানে করিয়া গমন।
দুঃখ হাত হতে মুক্ত হয় নরগণ ॥

১৯৩

অপ্রাকৃত নর মেলা বড় কষ্টকর।
যেখানে সেখানে নাহি জন্মে সেই নর ॥
যেই দেশে যে জাতিতে জন্মে হেন নর।
সুখী হয়ে লভে তারা মঙ্গল বিস্তর ॥

১৯৪

শুভক্ষণে বুদ্ধগণ জন্মে এ সংসার।
শুভক্ষণে করে তারা ধর্ম্মের প্রচার ॥
শুভক্ষণে সংঘদল সংস্থাপিত হয়।
শুভক্ষণে নৈতিক অভ্যাসে রত হয় ॥

সুখ বর্গ ১৫

১৯৫-১৯৬

শোক দুঃখ জয়ী তৃষ্ণা অতিক্রমকারী।
পূজনীয় বুদ্ধে কিম্বা শ্রাবকে তাহারি ॥
যে পূজে এহেন শান্তি ভক্তি করি মনে।
সে পূজকের পুণ্য সংখ্যা করে কোন জনে ॥

১৯৭

ইন্দ্রিয় সুখের জন্য লালায়িত যারা।
তার মধ্যে তৃষ্ণাশূন্য সুখে আছি মোরা ॥

তাহারা ইন্দ্রিয় সুখে উদ্বিগ্ন নিয়ত।
অনুদ্বিগ্ন আছি মোরা সুখেতে নিশ্চিত ॥

১৯৮

যাহাদের পাপ নাই চিত্তের ভিতরে।
আহা কি পরম সুখে তারা বাস করে ॥
সুখাহার করি মোরা থাকিব ধরায়।
স্বর্গস্থিত তেজস্পুঞ্জ দেবতার প্রায় ॥

১৯৯

বাস্তবিক জয়ে শুধু শত্রুতা বাড়ায়।
পরাজিত কষ্টে বাস করে এ ধরায় ॥
জয় পরাজয় ইচ্ছা যে করি বর্জ্জন।
শান্তভাবে আছে সুখী নিশ্চয় সেজন ॥

২০০

রাগের সমান অগ্নি নাহিক ভূবনে।
হিংসার সমান পাপ নাহি ত্রিভূবনে ॥
ব্যাধির সমান দুঃখ নাহিক ধরায়।
নির্বাণ সমান সুখ নাহিক কোথায় ॥

২০১

তৃষ্ণার সমান রোগ নাহিক ধরায়।
উপাদান সম দুঃখ নাহিক কোথায় ॥
এ কথায় সারমর্ম্ম বুঝেছে যে জন।
সেই জানে নির্বাণ যে সুখের কেমন ॥

২০২

স্বাস্থ্য হয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন।
সন্তোষই ত্রিভূবনে মূল্যবান ধন ॥

সেই যে পরম মিত্র বিশ্বস্ত যে জন।
নির্বাণ পরম সুখ বুঝে জ্ঞানী জন ॥

২০৩

নির্জনতা সার পান করেছে যে জন।
মধুময় শান্তিরস পিয়েছে যে জন ॥
ধর্ম্মের অমৃত পান করেছে যেজন।
দুঃখ ক্লেশ হতে মুক্ত নিশ্চয় সে জন ॥

২০৪

পরম মঙ্গল হয় সাধুর দর্শন।
তাঁহাদের সঙ্গে বাস সুখের কারণ ॥
নির্বোধের সঙ্গে যদি না হয় মিলন।
চির সুখী হতে পারে নিশ্চয় সে জন ॥

২০৫

নির্বোধের সঙ্গে বাস দুঃখের বিষয়।
নির্বোধের সঙ্গ দুঃখ বহুদিন রয় ॥
শত্রুসহ বসবাসে যত দুঃখ পায়।
নির্বোধের সঙ্গে বাস তত দুঃখ হায় ॥
মিত্র সহ বসবাসে যত সুখ হয়।
জ্ঞানী সহ বসবাসে সে সুখ নিশ্চয় ॥

২০৬-২০৮

এই হেতু হও সাধু জ্ঞানী অনুগামী।
তারকার পথে যথা তারকারা স্বামী ॥
যেই জ্ঞানী ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ অর্হৎ সমান।
সুস্থির প্রতিজ্ঞ বিদ্যাবান বুদ্ধিমান ॥

প্রিয় বর্গ ১৬

২০৯

যে জন প্রীতিতে করি নিজেরে জড়িত।
যেই নিজ হিত ছাড়ি খোঁজে পরহিত ॥
কেননা সে অকর্ত্তব্য কর্ম্মে লিপ্ত হয়।
অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীন রয় ॥

২১০

প্রীতি যোগ্য জন সহ না করিবে বাস।
না যাইবে প্রীতির অযোগ্য জন পাশ ॥
প্রিয়জন অদর্শনে দুঃখ হয় যত।
অপ্রিয়ের সম্মিলনে দুঃখ বাড়ে তত ॥

২১১

এ কারণে প্রীতি কেহ কর না কখন।
প্রিয়ের বিরহ অতি দুঃখের কারণ ॥
প্রীতি বা অপ্রীতি নাই যাদের অন্তরে।
তাহারা বন্ধন ছিন্ন করেছে সংসারে ॥

২১২

রাগ হতে শোক হয় রাগ হতে ভয়।
রাগ হতে মুক্ত নরে ভয় কভূ নয় ॥
অতএব রাগ নাই যাহার অন্তরে।
কিরূপে জন্মিবে ভয় বল সেই নরে ॥

২১৩

প্রীতি হতে শোক হয় প্রীতি হতে ভয়।
প্রীতি হতে মুক্ত নরে ভয় কভূ নয় ॥
অতএব প্রীতি নাই যাহার শরীরে।
কিরূপে জন্মিবে ভয় বল সেই নরে ॥

২১৪

ভোগ হতে শোক হয় ভোগ হতে ভয়।
ভোগ হতে মুক্ত নরে ভয় কভূ নয় ॥
অতএব ভোগ নাই যাহার শরীরে।
কিরূপে জন্মিবে ভয় বল সেই নরে ॥

২১৫

কাম হতে শোক হয় কাম হতে ভয়।
কাম হতে মুক্ত নরে ভয় কভূ নয় ॥
অতএব কাম নাই যাহার শরীরে।
কিরূপে হইবে ভয় তাহার অন্তরে ॥

২১৬

তৃষ্ণা হতে শোক হয় তৃষ্ণা হতে ভয়।
তৃষ্ণা হতে মুক্ত নরে ভয় কভূ নয় ॥
অতএব তৃষ্ণা নাই যাহার শরীরে।
কিরূপে হইবে ভয় তাহার অন্তরে ॥

২১৭

সত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত পুণ্যত্মা যেজন।
সত্য ভিন্ন মিথ্যা বাক্য না বলে কখন ॥
নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগী অতি।
সংসারের সকলেই করে তারে প্রীতি ॥

২১৮

ইন্দ্রিয় সুখের স্পৃহা শূন্য যার মন।
লভিতে নির্বাণ পদ যাহার মনন ॥
মানসিক বলে যেই লভিবে নির্বাণ।
উর্দ্ধ স্রোত বলি তারে বলে জ্ঞানবান ॥

২১৯-২২০
নির্ব্বিঘ্নে বিদেশ হতে ফিরে যদি কেহ।
আত্মীয় বান্ধব প্রিয় করে কত স্নেহ ॥
কত সুখী হয় তারা তার সম্মিলনে।
উপজে কতই সুখ তাহাদের মনে ॥
ঠিক সেইরূপ যবে ছাড়ি ইহলোক।
পরলোক গমন করয়ে কোন লোক ॥
আসি তার কৃত পুণ্য কর্ম্ম সমুদয়।
সমাদরে তারে আশু বাড়াইয়া লয় ॥

রাগ বর্গ ১৭

২২১
মানুষ করিবে যত্নে রাগ পরিহার।
ছিঁড়িবে সংসার প্রীতি ত্যজি অহঙ্কার ॥
পাপ শূন্য, জালবদ্ধ নহে দেহ মন।
বিপদ আকুল তারে না করে কখন ॥

২২২
ঘুর্ণমান রথচক্র সম যেই জন।
করয়ে উদীয়মান রাগের সমান ॥
তাহারে চালক আমি বলি অকাতরে।
অশ্ব রজ্জু ধরি শুধু আছয়ে অপরে ॥

২২৩
ভদ্রতার দ্বারা কর রাগের বিজয়।
করহ পুণ্যের দ্বারা পাপে পরাজয় ॥
বদান্যতা দ্বারা জয় করহ কৃপণে।
সত্য দ্বারা জয় কর মিথ্যাবাদী জনে ॥

২২৪

সত্য কথা কহ সবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
ক্রোধ রিপু পরিহার কর সর্ব্বজন ॥
সদা সর্ব্বক্ষণ হও দানশীল সবে।
এ তিন উপায়ে দেব-সন্নিধানে যাবে ॥

২২৫

যে সকল জ্ঞানী নাহি করে অত্যাচার।
শরীর সংযমাভ্যাস করে আপনার ॥
তাহারা নিশ্চয় নিত্য নির্ব্বাণে যাইবে।
শোক দুঃখ যথা নাই চির সুখ পাবে ॥

২২৬

জাগরণশীলে সর্ব্ব পাপ ধ্বংস হয়।
যে জন জাগ্রত তার পাপ নাহি রয় ॥
দিবা রাত্রি অনুক্ষণ মনোযোগ করে।
মনপ্রাণ অনুক্ষণ নির্ব্বাণ উপরে ॥

২২৭

মৌনী হয়ে থাকিলেও লোকে নিন্দা করে।
বহুভাষী হইলেও সবে নিন্দে তারে ॥
ভাবি চিন্তি বলিলেও তবু নিন্দে তারে।
অনিন্দিত জন কভূ না দেখি সংসারে ॥

২২৮

পূর্ণ নিন্দা পূর্ণ কীর্ত্তি লভেহে যেজন।
হয় নাই হইবে না নাহিক এখন ॥
অনিন্দিত জন কভূ নাহিক সংসারে।
সম্পূর্ণ নিন্দিত লোক নাহি দেখিবারে ॥

২২৯-২৩০

জম্বুজাত স্বর্ণ নিকষ সম যেই নর।
ধার্ম্মিক শিক্ষিত ধ্যানী জ্ঞানী সাধুবর ॥
বুদ্ধিমান সমুচিত কীর্ত্তি করে যার।
বল কে সক্ষম নিন্দা করিতে তাহার ॥
দেবতা প্রশংসা করে সেই কীর্ত্তিমানে।
ব্রহ্মাও প্রশংসা করে হেন মহাজনে ॥

২৩১

শরীরেই মানবের সর্বনাশ করে।
তাহাতে জাগ্রত হবে জ্ঞানবান নরে ॥
শরীর সংযমাভ্যাস করিবে যতন।
শারীরিক পাপ সব করিবে বর্জ্জন ॥
শরীরের দ্বারা হয় যেই উপকার।
তাহার সাধনে যত্ন কর অনিবার ॥

২৩২

বচনেই মানবের সর্ব্বনাশ করে।
তাহাতে জাগ্রত হবে জ্ঞানবান নরে ॥
বচন সংযমাভ্যাস করিবে যতন।
বাচনিক পাপ সব করিবে বর্জ্জন ॥
বচনের দ্বারা হয় যেই উপকার।
তাহার সাধনে যত্ন কর অনিবার ॥

২৩৩

নিজ মন নরের যে সর্ব্বনাশ করে।
তাহাতে জাগ্রত হবে জ্ঞানবান নরে ॥
মনের সংযমাভ্যাস করিবে যতন।
মানসিক পাপ সব করিবে বর্জ্জন ॥

নিজ মন দ্বারা হয় যেই উপকার।
তাহার সাধনে যত্ন কর অনিবার ॥

২৩৪

যে করেছে শরীরের সংযম দমন।
যে করেছে বচনেরসংযম দমন ॥
যে করেছে সংযম দমন নিজ মন।
সর্ব্বদিকে সংযত সে জ্ঞানী মহাজন ॥

মল বর্গ ১৮

২৩৫

পলিত পত্রের সমান হয়েছে এখন।
মৃত্যু ঘুরিতেছে পাশে অনুক্ষণ ॥
বিনাশের দরজায় রয়েছ বসিয়া।
সম্বল কি লইয়াছ পথের লাগিয়া ॥

২৩৬

সৃজ দ্বীপ নিজ হেতু সমর সাগরে।
জ্ঞানী হও যত্ন কর প্রাণপণ করে ॥
মলিনতা পাপ দূর হইবে যখন।
সাধু গম্য স্বর্গ স্থান লভিবে যখন ॥

২৩৭

শেষকালে উপনীত হয়েছে এখন।
মৃত্যুর সম্মুখে তুমি আছ অনুক্ষণ ॥
পথেতে বিশ্রাম স্থান নাহিক তোমার।
যাত্রার সম্বল শূন্য তাহাতে আবার ॥

২৩৮

সৃজ দ্বীপ নিজ হেতু সমর সাগরে।
জ্ঞানী হও যত্ন কর প্রাণপণ করে ॥

মলিনতা পাপশূন্য হইবে যখন।
আর তব জন্ম মৃত্যু না হইবে কখন ॥

২৩৯

রৌপ্যকার রৌপ্যে যথা করে পরিস্কার।
কিছুমাত্র মলিনতা নাহি থাকে আর ॥
জ্ঞানী তথা পাপমূল উৎপাটন করে।
একে এক ক্রমে ক্রমে ভিতরে বাহিরে ॥

২৪০

লৌহার মরিচা জন্মে লোহার শরীরে।
অথচ মরিচা লৌহা খেয়ে ভস্ম করে ॥
সেরূপ অন্যায় কর্ম্ম করে যেই জনে।
কৃত কর্ম্ম লয়ে যায় তারে পাপ পানে ॥

২৪১

জ্ঞানীর কলঙ্ক শাস্ত্র আবৃত্তি না করা।
গৃহের কলঙ্ক গৃহ সময়ে না সারা ॥
সৌন্দর্য্য কলঙ্ক হয় বিলাস আলস্য।
জাগ্রত কলঙ্ক হয় বিস্মৃতি অবশ্য ॥

২৪২

নারীর কলঙ্ক হয় মন্দ ব্যবহার।
কৃপণতা হয় শুধু কলঙ্ক দাতার ॥
নরের কলঙ্ক হয় নিজ পাপকর্ম্ম।
ইহলোকে পরলোকে কলঙ্ক অধর্ম্ম ॥

২৪৩

সকল কলঙ্ক হতে অতি গুরুতর।
অবিদ্যা কলঙ্ক হয় ধরার ভিতর ॥

সে কলঙ্ক পরিহার করি ভিক্ষুগণ।
কলঙ্ক হইতে মুক্ত হও সর্ব্বজন ৷৷

২৪৪

নিন্দুক নির্লজ্জ আর কঠিন যে জন।
দাম্ভিক প্রগলভ যেই পাপী অভাজন ৷৷
কাকের সাহস যুক্ত যেই দুরাচার।
জীবন ধারণ হয় অতি দুঃখ তার ৷৷

২৪৫

লজ্জা সু-পবিত্র বিনীত সুজন।
পবিত্র যাহার কার্য্য পবিত্র জীবন ৷৷
ভাল মন্দ হিতাহিত যে করে বিচার।
জীবন ধারণ হয় পবিত্র তাহার ৷৷

২৪৬

যেইজন প্রাণীহত্যা করে অনুক্ষণ।
নিরন্তর মিথ্যাবাক্য বলে যেই জন ৷৷
সংসারে অদত্ত দ্রব্য লয় যেই জন।
পরস্ত্রীর কাছে যেই করয়ে গমন ৷৷

২৪৭

সদা উগ্র সুরাপান করে যেই জন।
আপনার মুল যেই করয়ে খনন ৷৷
সেইজন এইরূপে নিজ সুখ মুল।
এ লোকেই খোঁড়ে ফেলে করিয়া নির্ম্মুল ৷৷

২৪৮

হে মানব! মনে ইহা রেখ সর্ব্বক্ষণ।
যাহা পাপ তাহা নয় সহজে দমন ৷৷

অতএব ধনতৃষ্ণা কিম্বা পাপ কাজে।
মজিয়া পেওনা দুঃখ চিরদিন নিজে ॥

২৪৯-২৫০

বিশ্বাসের অনুযায়ী আনন্দ যেমন।
সেই অনুসারে দান করে নরগণ ॥
অন্য দত্ত পানাহারে অসন্তুষ্ট যারা।
দিবা নিশি মনে শান্তি নাহি পায় তারা ॥
এহেন স্বভাব যেই করেছে বর্জ্জন।
দিবা নিশি মনে শান্তি পায় সেই জন ॥

২৫১

কামের সমান অগ্নি নাহিক ভূবনে।
হিংসার সমান ব্যাধি নাহি ত্রিভূবনে ॥
অবিদ্যার সমান ফাঁদ নাহিক কোথায়।
তৃষ্ণার সমান নদী নাহিক ধরায় ॥

২৫২

অপরের দোষ দূর হতে দেখা যায়।
আপনার দোষ কেহ দেখিতে না পায় ॥
অপরের দোষ ঝাড়ি লোকেরে দেখায়।
কুলা দিয়া ঝাড়ি যেন তুষেরে উড়ায় ॥
নিষাদ লুকায় যথা পাতার আড়ালে।
লুকায় নিজের দোষ সেরূপে সকলে ॥

২৫৩

অপরের দোষ যেই খোঁজে অনুক্ষণ।
শুধু দোষ অন্বেষণকারী যেইজন ॥
নিশ্চয় দুর্ভাগ্য তার নিরন্তর বাড়ে।
মলিনতা পাপ দূর করিতে না পারে ॥

২৫৪

আকাশেতে পথ কভূ দেখিতে না পাই।
চারি পথ বৌদ্ধধর্ম্ম বিনে কোথা নাই ॥
মানসিক পাপে তৃপ্তি পায় নরগণ।
শুধু পাপমুক্ত ভবে হয় বুদ্ধগণ ॥

২৫৫

আকাশেতে পথ কভূ দেখিতে না পাই।
চারি পথ বৌদ্ধধর্ম্ম বিনে কোথা নাই ॥
সংস্কার রাশি কভূ শাশ্বত না হয়।
বুদ্ধগণ কখনও বিচলিত নয় ॥

ধার্ম্মিক বর্গ ১৯

২৫৭

বিষয়ের অন্যায় মীমাংসা করে যেই।
কখনও ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত নহে সেই ॥
অহিত ও হিত চিন্তা করিয়া উভয়।
বিচার যে করে সেইজন জ্ঞানী হয় ॥
অন্যজনে সুবিচারে চালায় যেজন।
ধর্ম্মের রক্ষক সেই জ্ঞানী সাধুজন ॥

২৫৮

এ সংসারে বহুভাষী হয় যেই জন।
জ্ঞানী বলি তারে নাহি বলে বুধগণ ॥
প্রমাদ শক্রতা আর ভয় মুক্ত যেই।
জ্ঞানী আর কোথা ভবে জ্ঞানী বটে সেই ॥

২৫৯

সংসারে বহুভাষী হয় যেই জন।
জ্ঞানী বলি তারে নাহি বলে বুধগণ ॥

যেজন অল্পমাত্র সত্যের শ্রবণে।
সুবিচার করে তার মানসিক গুণে ॥
সত্য কভূ প্রাণান্তেও না ভূলে যেজন।
ধর্ম্মের রক্ষক হয় নিশ্চয় সেজন ॥

২৬০

ধবল মাথার কেশ শুধু সে কারণে।
বৃদ্ধ বলা নাহি যাবে কোন জনে ॥
তাহার বয়স মাত্র পেকেছে শরীরে।
অকারণ বৃদ্ধ তারে বলে জ্ঞানী নরে ॥

২৬১

সত্য দয়া পবিত্রতা আর সংযমন।
ইন্দ্রিয় দমন যাতে আছে অনুক্ষণ ॥
পাপ মলিনতা ছাড়ি যেই জ্ঞানী নরে।
বৃদ্ধ বলি পরিচিত হয় চরাচরে ॥

২৬২-২৬৩

হিংসুক কৃপণ ধূর্ত্ত যেই অভাজন।
বিষকুম্ভ পয়োমুখ হয় অনুক্ষণ ॥
সু-শোভন বাক্য কিম্বা শারীরিক রূপে।
যেজন সুশীল নাহি হয় কোনরূপে ॥
হিংসা কৃপণতা আর ধুর্ত্ত ব্যবহার।
যে করেছে মন হতে দুরে পরিহার ॥
যেই জ্ঞানী সর্ব্ববিধ পাপ মুক্ত হয়।
সুশীল বলিয়া তারে বুধগণ কয় ॥

২৬৪

সাহসী হইলে শুধু সে নহে শ্রমণ।
অশিক্ষিত মিথ্যাবাদী যেই অভাজন ॥

বাসনা ও কামে পূর্ণ যাহার অন্তর।
কেমনে শ্রমণ হবে সেই পাপী নর ॥

২৬৫

কিন্তু যেই করিয়াছে পাপের দমন।
গুরু লঘু সর্ব্ববিধ পাপের শমণ ॥
পাপের শমণ হেতু সেই জ্ঞানী নরে।
শমণ বলিয়া খ্যাত হয় চরাচরে ॥

২৬৬

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ভিক্ষু সেই নয়।
ভিক্ষু বেশধারী ভিক্ষু কখন না হয় ॥
বাহিরে যদিও তার ভিক্ষুর আচার।
ভিক্ষুর পবিত্র নামে নাহি অধিকার ॥

২৬৭

শীলহীন মিথ্যাবাদী মুন্ডনে শ্রমণ নয়।
ইচ্ছা লোভ সমাপন্ন কিরূপে শ্রমণ হয় ॥

২৬৮

ভাল মন্দ সুখ দুঃখ আছে এ সংসারে।
এ ভাবি সংসারে যারা বিচরণ করে ॥
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য চিন্তে অনুক্ষণ।
সংসারে প্রকৃত নিশ্চয় সে জন ॥

২৬৯

অজ্ঞানী নিদ্রিত-মনা হয় যেই জন।
মৌনে তার মুনি নাম না হয় কখন ॥
কিন্তু যেই জ্ঞানী করি অবস্থা উন্নত।
নিয়োজিত পরমার্থ গ্রহণে সতত ॥

মনশ্চক্ষে নিজ পাপ করে নিরীক্ষণ।
প্রকৃতই মুনি নামে সে হয় শোভন ॥
সংসারের দুই পার্শ্ব যেই জন জানে।
মুনি নাম খ্যাত তার হয় ত্রিভূবনে ॥

২৭০

জীবগণ প্রতি সদা করি অত্যাচার।
এ সংসারে আর্য্য নাম না হয় কাহার ॥
কিন্তু জীব প্রতি সদা দয়া বিতরণে।
যথার্থই আর্য্য নাম লভে সাধুজনে ॥

২৭১-২৭২

কোন রূপ ধর্ম্মনীতি করিয়া পালন।
কিম্বা বুদ্ধিগম্য জ্ঞান করিয়া অর্জন ॥
অথবা নির্জ্জন বাসে কিম্বা আত্মলীনে।
কঠিন যে পদ প্রাপ্তি হয় সাধারণে ॥
দুষ্প্রাপ্য অর্হৎ পদ লভিয়াছি আমি।
এইরূপ অহঙ্কার করিও না তুমি ॥
মলিনতা পাপ নাশ না হবে যখন।
হে ভিক্ষু নিশ্চয় তব হইবে পতন ॥

মার্গ বর্গ ২০

২৭৩

অষ্ট পথ পথ-শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব পথ হতে।
চারি সত্য সত্য-শ্রেষ্ঠ হয় পৃথিবীতে ॥
রিপু মুক্ত যেইজন সেই ত স্বাধীন।
মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে প্রবীণ ॥

২৭৪

এই এক মাত্র পথ আছে পৃথিবীতে।
দর্শন ও চিত্ত শুদ্ধি লাভ যে করিতে ॥
সাধুজন সবে এই পথ কর সার।
এ পথে মারের কভূ নাহি অধিকার ॥

২৭৫

এই পথ অনুগামী হও যদি সবে।
কোনরূপ দুঃখ ক্লেশ নাহি পাবে তবে ॥
কন্টক বিহীন পথ অতি পরিস্কার।
নিজে জানি উপদেশ দিয়েছি তাহার ॥

২৭৬

উৎসাহ উদ্যম কর চালনা সকলে।
বুদ্ধগণ শুধু উপদেষ্টা ভূমন্ডলে ॥
প্রাণপণে করে যারা সমাধি সাধন।
মুক্ত হয় ছিঁড়ি তারা মারের বন্ধন ॥

২৭৭

সমুদয় সৃষ্ট বস্তু অস্থায়ী অনিত্য।
জ্ঞান বলে উপলব্ধি করে যে এ সত্য ॥
উপাদান ক্লেশে হয় বিরক্ত সেজন।
সে বিরক্তি করে তারে পবিত্র তখন ॥

১৭৮

দুঃখ ক্লেশে পরিপূর্ণ এই ত্রিভূবন।
এই সত্য জ্ঞান বলে বুঝেছে যেজন ॥
সত্ত্বা দুঃখ ক্লেশে হয় বিরক্ত সেজন।
সে বিরক্তি করে তারে পবিত্র তখন ॥

২৭৯

যেই উপাদানে জীব শরীর নির্ম্মিত।
তাদের অস্তিত্ব নাই একথা নিশ্চিত ॥
এই সত্য জ্ঞান বলে বুঝেছে যেজন।
উপাদান ক্লেশে হয় বিরক্ত সেজন ॥
জনমে অন্তর ভাব আপনার মনে।
সে বিরক্তি নেয় তারে পবিত্রতা পানে ॥

২৮০

মানসিক বলশূণ্য অলস যেজন।
শুধু মিথ্যা কল্পনায় ঘুরে তার মন ॥
যুবক আলস্য পর হলে বলবান।
কর্ম্মী না হইলে কভূ লভে না সে জ্ঞান ॥

২৮১

বাক্যের রক্ষক সবে সাবধানে।
শাসিত হইবে সবে আপনার মনে ॥
শারীরিক কোন পাপ কেহ না করিবে।
তা হলে উত্তম পথ নিশ্চয় লভিবে ॥

২৮২

উদ্যমেতে মানবের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।
আলস্যে জ্ঞানের নিত্য হয় অপচয় ॥
জ্ঞানী নর দুই পথ দেখি বিদ্যমান।
জ্ঞান বৃদ্ধি করিবারে হবে যত্নবান ॥

২৮৩

বাসনার বৃক্ষসহ ধ্বংস কর বন।
বাসনা হইতে ভয় জন্মে অনুক্ষণ ॥

লতা গাছ ডাল পালা ধ্বংস করি বন।
ভবের বন্ধন ছিন্ন কর ভিক্ষুগণ ॥

২৮৪

নরের বাসনা যদি নারীর কারণে।
বিন্দু মাত্র হইলেও থাকে কারো মনে ॥
তথাপি তাহার মন সত্ত্বা প্রতি ধায়।
দুধের বাছুর যেন গাভী পানে যায় ॥

২৮৫

শরতের পদ্ম যেন নখে ছিঁড়ে নর।
তোমার বাসনা তৃষ্ণা কাটহ সত্বর ॥
তথাগত প্রদর্শিত আছয়ে নির্বাণ।
শান্তি পথ অবলম্বী হও হে ধীমান ॥

২৮৬

বর্ষাকালে বাস আমি করিব এখানে।
শীতকালে গ্রীষ্মকালে থাকিব এখানে ॥
এইরূপ চিন্তা করে নির্বোধ যেজন।
জীবনের পরিণাম বুঝে না কেমন ॥

২৮৭

দারা পুত্র ধন জনে বদ্ধ যার মন।
মোহ মত্ততায় যেই আছে অনুক্ষণ ॥
মৃত্যু তারে লয়ে যায় হঠাৎ আসিয়া।
বন্যায় নিদ্রিত গ্রামে নেয় ভাসাইয়া ॥

২৮৮-২৮৯

পুত্র পিতা ধন জন নহে ত আশ্রয়।
কারো শক্তি নাই তারে বাঁচাইয়া লয় ॥

যখন আসিয়া মৃত্যু তার ঘাড়ে ধরে।
বন্ধুজন শক্তি নাই তারে রক্ষা করে ॥
এই সত্য উপলব্ধি করি জ্ঞানী নর।
ধর্ম্মতঃ নির্ব্বাণ পথে হয় অগ্রসর ॥

বিবিধ বর্গ ২১

২৯০

ক্ষণস্থায়ী মুল্যশূন্য আমোদ ত্যাজিলে।
যদি কারো মূল্যবান উচ্চ সুখ মিলে ॥
তাহা হলে তুচ্ছ সুখ করি পরিহার।
উচ্চ সুখ অন্বেষণে কর্ত্তব্য তাহার ॥

২৯১

অনর্থক ক্লেশ দিয়া অন্যের উপর।
নিজ সুখ ইচ্ছা করে যদি কোন নর ॥
ঘৃণা লিপ্ত হয়ে হয় তাহার পতন।
ঘৃণা হতে মুক্তি লাভ না করে কখন ॥

২৯২

যা করা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া বর্জ্জন।
অকর্ত্তব্য কিছু যদি করে কোন জন ॥
অহঙ্কারী বিস্মরণশীল সেই নরে।
পাপ মলিনতা ক্রমে দিন দিন বাড়ে ॥

২৯৩

প্রকৃষ্ট সমাধি যার শরীরের তরে।
চিন্তাশীল, অকর্ত্তব্য কিছু নাহি করে ॥
সে সাধু কর্ত্তব্য যাহা করে অনুক্ষণ।
তাহার পাপের হয় নিবৃত্তি তখন ॥

২৯৪

তৃষ্ণা স্বরূপিনী মাতা কর্ম্ম হয় পিতা।
শাশ্বত উচ্ছেদ দৃষ্টি দুই ক্ষাত্র রাজা ॥
রাগ অনুচর সহ রাজ্য আয়তন।
এসবে বধিয়া হয় নির্দ্দুঃখ ব্রাহ্মণ ॥

২৯৫

তৃষ্ণা স্বরূপিনী মাতা কর্ম্ম হয় পিতা।
শাশ্বত উচ্ছেদ দৃষ্টি দুই ক্ষাত্র রাজা ॥
পঞ্চমতঃ ব্যাঘ্ররূপী পঞ্চ নীবরণ।
এসব বধিয়া হয় নির্দ্দুঃখ ব্রাহ্মণ ॥

২৯৬

পৃথিবীতে দিবা কিবা রাত্রি অনুক্ষণ।
বুদ্ধগুণ ভাবনা করে যেই সাধু জন ॥
জাগরণশীল বলি তাহাদিগে কয়।
বুদ্ধের সুযোগ্য শিষ্য তাঁরা সদাশয় ॥

২৯৭

পৃথিবীতে দিবা কিবা রাত্রি অনুক্ষণ।
ধর্ম্মগুণ ভাবনা করে যেই সাধুজন ॥
জাগরণশীল বলি তাহাদিগে কয়।
বুদ্ধের সুযোগ্য শিষ্য তাঁরা সদাশয় ॥

২৯৮

পৃথিবীতে দিবা কিবা রাত্রি অনুক্ষণ।
সঙ্ঘগুণ ভাবনা করে যেই সাধুজন ॥
জাগরণশীল বলি তাহাদিগে কয়।
বুদ্ধের সুযোগ্য শিষ্য তাঁরা সদাশয় ॥

২৯৯

পৃথিবীতে দিবা কিবা রাত্রি অনুক্ষণ।
দেহের ভাবনা করে যেই সাধু জন ॥
জাগরণশীল বলি তাহাদিগে কয়।
বুদ্ধের সুযোগ্য শিষ্য তাঁরা সদাশয় ॥

৩০০

পৃথিবীতে দিবা কিবা রাত্রি অনুক্ষণ।
করুণায় সুখলাভ করে যেইজন ॥
জাগরণশীল বলি তাহাদিগে কয়।
বুদ্ধের সুযোগ্য শিষ্য তাঁরা সদাশয় ॥

৩০১

পৃথিবীতে দিবা কিবা রাত্রি অনুক্ষণ।
সমাধিতে সুখলাভ করে যেইজন ॥
জাগরণশীল বলি তাহাদিগে কয়।
বুদ্ধের সুযোগ্য শিষ্য তাঁরা সদাশয় ॥

৩০২

ভিক্ষুর জীবন হয় অত্যন্ত কঠিন।
বিলাস ভোগাদি তাহে হয় সুকঠিন ॥
যে ঘরে করিতে বাস অসুবিধা হয়।
সে ঘরে বসতি করা অতি দুঃখময় ॥
সমতা না হয় যদি অপরের সহ।
তার সঙ্গে বাস করা দুঃখ অহরহ ॥
পথিক অশেষবিধ দুঃখ ভোগ করে।
এ হেতু পথিক কেহ না হবে সংসারে ॥
এই হেতু জ্ঞানী নরে নাহি করে পাপ।
ভিক্ষুর উচিত নহে দুঃখে দেয় ঝাঁপ ॥

৩০৩

বিশ্বাসী ধার্ম্মিক লোকে সেবে যদি পরে।
তথাপি তথায় তারে সবে মান্য করে ॥
ক্রমে ক্রমে নিত্য নিত্য উন্নতি তাহার।
সুযশে সত্বর তার ব্যাপে এ সংসার ॥

৩০৪

হিমালয় গিরি সম দিক দিগন্তরে।
ধার্ম্মিকের খ্যাতি হয় সমস্ত সংসারে ॥
কিন্তু রাত্রে নিক্ষেপিত শরের মতন।
আঁধারে মিশায়ে যায় অধার্ম্মিক জন ॥

৩০৫

একাকী শয়নাসনে রবে ধ্যানে রত।
একা অতন্দ্রিতে লক্ষ্যে চলিবে সতত ॥
আপনার চিত্তে একা আপনি দমিবে।
বনান্তেও এইরূপে আনন্দ পাইবে ॥

নরক বর্গ ২২

৩০৬

অযথার্থ কথা যদি বলে কোন জন।
কার্য্য করি করি নাই বলয়ে যেজন ॥
উভয়েই একরূপ নিজ নিজ কর্ম্মে।
পাপী হয়ে জন্ম লভে ভবিষ্যত জন্মে ॥

৩০৭

কাষায় বসন পরি বহু অভাজন।
অসংযত হয়ে করে পাপ আচরণ ॥
নিজ পাপ কর্ম্ম দোষে সেই পাপী নর।
পুনরায় জন্ম লয় নরক ভিতর ॥

৩০৮

অসংযত অধার্ম্মিক ভিক্ষু যেই জন।
লোকের দানে সে কেন ধরয়ে জীবন ॥
সুখ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য করি পরিহার।
তপ্ত লৌহ গ্রাস গিলা উচিত তাহার ॥

৩০৯

যেই পাপী পরদারে রত অনুক্ষণ।
চারিরূপে দন্ড পায় নিশ্চয় সেজন ॥
নিদ্রা নাশ পাপ নিন্দা হয়ত তাহার।
অন্তিমে নরকে পুনঃ পরয়ে আবার ॥

৩১০

পাপ আর পুনর্জন্ম বড় দুঃখকর।
পর দারা প্রতি মন নাহি দিবে নর ॥
ভয়ার্ত্তা নারীর কাছে ভয়ার্ত্ত যে নর।
কি সুখী তাহাতে রাজদন্ড গুরুতর ॥

৩১১

অতর্কিত ভাবে হাত দিলে কোন জন।
কুশ্ খাসে হস্ত তার কাটয়ে যেমন ॥
সেইরূপ তপস্যার অপব্যবহারে।
নিশ্চয় নির্বোধ পাপী নরকেতে পড়ে ॥

৩১২

যেই কর্ম্ম করা নাহি যায় সাবধানে।
যদি করে সন্দিগ্ধ ও অপবিত্র মনে ॥
ভালরূপে সেই কর্ম্ম নহে সম্প্রাদন।
অতিশয় ফল তাতে না হয় অর্জ্জন ॥

৩১৩

যখন যে কোন কার্য্য করে কোন জন।
দৃঢ়তার সহ যেন হয় সম্প্রাদন ৷৷
যে ভিক্ষু অসাবধানে নিজ কার্য্য করে।
রিপুর কলঙ্ক তার ছড়াইয়া পড়ে ৷৷

৩১৪

শ্রেয় হয় পাপ কর্ম্ম অকৃত থাকিলে।
পাপ কর্ম্মে পরে দুঃখ নিশ্চয় ভূতলে ৷৷
যে কর্ম্ম করিলে দুঃখ নাহি জন্মে পরে।
লোকের কর্ত্তব্য অতি যেই কর্ম্ম করে ৷৷

৩১৫

সীমান্ত নগর যেন সুরক্ষিত হয়।
ভিতরে বাহির দিগে উভয়ে নিশ্চয় ৷৷
সেইরূপ অন্ত্র রক্ষা কর নর চয়।
অলাভে মুহুর্ত্তকাল না করহ ব্যয় ৷৷
অলাভে ব্যয়িত কাল পড়িয়া নরকে।
অশেষ যাতনা দেয় অপব্যয়ী লোকে ৷৷

৩১৬

লজ্জাকর কর্ম্মে যেই লজ্জা নাহি করে।
অনিন্দিত কর্ম্মে লজ্জা করে যেই নরে ৷৷
ভ্রান্ত মত অবলম্বী হয়ে দুরাচার।
জন্মে জন্মে দুঃখ ভোগ করে অনিবার ৷৷

৩১৭

ভয়ঙ্কর কার্য্যে যেই ভয় নাহি করে।
ভয়শূন্য কর্ম্মে ভয় করে যেই নরে ॥
ভ্রান্ত মত অবলম্বী হয়ে দুরাচার।
জন্মে জন্মে দুঃখ ভোগ করে অনিবার ॥

৩১৮

দোষকর কার্য্যে দোষ দৃষ্টি নাহি করে।
দোষশূন্য কর্ম্মে ভয় করে যে নরে ॥
ভ্রান্ত মত অবলম্বী হয়ে দুরাচার।
জন্মে জন্মে দুঃখ ভোগ করে অনিবার ॥

৩১৯

দোষকর কার্য্যে দোষ জানে যেই জন।
নির্দোষ কর্ম্মেরে জানে নির্দোষ যে জন ॥
সত্য ধর্ম্ম অবলম্বী যেই সদাশয়।
জন্মে জন্মে সুখ তার বাড়য়ে নিশ্চয় ॥

হস্তী বর্গ ২৩

৩২০

রণক্ষেত্রে শরবৃষ্টি হয় নিরন্তর।
সেই শরে হস্তী কিন্তু না হয় কাতর ॥
অনাদর বাক্য আমি সহিব তেমন।
অধার্ম্মিকে পরিপূর্ণ প্রায় এ ভূবন ॥

৩২১

পোষা জন্তু জনতার ক্ষতি নাহি করে।
নরপতি পোষা জন্তু নিরন্তর চরে ॥
সংযমী অবজ্ঞা বাক্য সহে নিরন্তর।
ভূবনের মধ্যে সেই নরোত্তম নর ॥

৩২২

তারা, সিন্ধু, অজানীয়া আদি অশ্ববর।
যদি পোষ মানে তাহা কত সুখকর ॥
কিন্তু পোষ মানিয়াছে যার নিজ মন।
কত হিতকর তাহা না যায় বর্ণন ॥

৩২৩

এ সব বাহনে নর নির্ব্বাণে না যায়।
চিত্ত সংযমনে শুধু সে নির্ব্বাণ পায় ॥
পোষ মানিয়াছে যার আপনার মন।
অনায়াসে করে সেই নির্ব্বাণে গমন ॥

৩২৪

সুজাত ঘোটক, মহানাগ, অশ্বতর।
সিন্ধু দেশ জাত অশ্ব, নবীন কুঞ্জর ॥
হিতকর হয় তারা সুদান্ত যখন।
ততোধিক হিতকর সুদমিত মন ॥

৩২৫

ঔদরিক অম্ভরী অলস যে জন।
নিদ্রাতুর নীচমনা যেই অভাজন ॥
পাশ মোড়া দিয়া যথা শায়িত শুকর।
পুনঃ পুনঃ জন্ম লয় অধম পামর ॥

৩২৬

ঘুরিয়াছে এই চিত্ত পূর্বে অনুক্ষণ।
যথা ইচ্ছা আপনার করেছে গমন ॥
অঙ্কুশ আঘাতে যথা হস্তীর দমন।
জ্ঞানাঙ্কুশে চিত্তে আজ দলিব তেমন ॥

৩২৭

তাতে সুখী হও যাহা অবজ্ঞা অপাত্র।
চিন্তার উপরে দৃষ্টি রাখ দিবা রাত্র ॥
মহাপঙ্কে নিমজ্জিত করীর সমান।
পাপ পঙ্ক পরিহরি উঠহ ধীমান ॥

৩২৮

পরিপক্ক বুদ্ধি যার পবিত্র জীবন।
এমন বান্ধব যদি হয় সংমিলন ॥
চিন্তাশীল হয়ে সুখে থাক তাঁর সনে।
জয় কর সর্ব্বরূপ আপদ ব্যসনে ॥

৩২৯

পরিপক্ক বুদ্ধি যার পবিত্র জীবন।
এমন বান্ধব সহ না হলে মিলন ॥
একা থাক যথা বনবাসী নরপতি।
অথবা মাতঙ্গ বনে থাকে শান্ত মতি ॥

৩৩০

নির্জ্জনে একাকী থাক অতি সুখকর।
কি বন্ধুতা তার সনে যে নির্বোধ নর ॥
নিরুদ্বেগে থাক একা করিও না পাপ।
মাতঙ্গ বনের হস্তী না পায় সন্তাপ ॥

৩৩১

আকস্মিক বিপদে বান্ধব সুখকর।
অর্জ্জিত যে কোন সুখ তাহা সুখকর ॥
মৃত্যুকালে ধর্ম্ম পুণ্য অতি সুখকর।
সর্ব দুঃখ ক্ষয় কিন্তু সুখ শ্রেষ্ঠতর ॥

৩৩২

সুখকর এই সংসারে মাতার লালন।
সুখকর এই সংসারে পিতার পালন ॥
সুখকর এই সংসারে ভিক্ষুগণে দান।
সুখকর উপহার অর্হত প্রদান ॥

৩৩৩

বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ধর্ম্ম অতি সুখকর।
বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত সুখের আকর ॥
অতি সুখকর হয় জ্ঞানের অর্জ্জন।
সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর পাপের বর্জ্জন ॥

তৃষ্ণা বর্গ ২৪

৩৩৪

নিত্য নিত্য বাড়ে তৃষ্ণা চিন্তাহীন মনে।
মালুলতা বাড়ে নিত্য যেন শাল বনে ॥
বনে শাখে শাখে ফিরে বানর যেমন।
পুনঃ পুনঃ জন্ম লভে চিন্তাহীন জন ॥

৩৩৫

এই নীচ তৃষ্ণা যারে জড়াইয়া ধরে।
অবর্ণিত কষ্ট সেই পায় এই সংসারে ॥
দিন দিন নিত্য তার দুঃখ বাড়ি যায়।
যেমন বিরাণা ঘাস ঊর্দ্ধদিগে ধায় ॥

৩৩৬

সুকঠিন এ সংসারে তৃষ্ণার দমন।
সেই তৃষ্ণা পরাজয় করেছে যে জন ॥
শোক দুঃখ পাপ তাপ যায় তার ঝরে।
পদ্মপত্র হতে যেন বারিবিন্দু পড়ে ॥

৩৩৭

এই কারণে বলিতেছি তোমরা সকলে।
মনোযোগ দিয়া শুন নিজের মঙ্গলে ॥
এ স্থলে একত্র হইয়াছ যতজন।
বাসনার মুল সবে করহ খনন ॥
যেমন উশীরা মুল খোঁজে যেই নর।
সেজন বিরানা ঘাস খননে তৎপর ॥
নদী স্রোতে নষ্ট হয় খাগড়া যেমন।
মার প্রলোভনে নষ্ট হৈও না তেমন ॥

৩৩৮

মুল যদি সমূলেতে নষ্ট নাহি হয়।
সে বৃক্ষ রোপিলে পুনঃ বাড়ে অতিশয় ॥
সেইরূপ তৃষ্ণা মূলে ধ্বংস না হইলে।
পুনঃ পুনঃ জন্ম ক্লেশ দেয় ভূমন্ডলে ॥

৩৩৯

ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছামত যাহার ভিতর।
ছয়ত্রিশ স্রোতের ধারা বহে নিরন্তর ॥
সে চিন্তায় তার শুভ ফল নাহি ধরে।
রিপুর অধীন হয়ে নষ্ট করে তারে ॥

৩৪০

ন্ডিদিগে স্রোতধারা বহে নিরন্তর।
তৃষ্ণা লতা জন্মি দেখ জড়ায় শিখর ॥
মার্গ জ্ঞান অসি হস্তে ধরিয়া এখন।
ত্বরায় লতার মূল করহ ছেদন ॥

৩৪১

জীবে আছে অনুতাপ আমোদ প্রণয়।
যাহারা আমোদ হেতু লালায়িত হয় ॥
তাহারা করয়ে মিথ্যা সুখ অন্বেষণ।
সেই হেতু হয় ভবে জনম মরণ ॥

৩৪২

তৃষ্ণায় জড়িত নর ভবে বদ্ধ হয়।
জালবদ্ধ শশ সম পায় মহাভয় ॥
তৃষ্ণা প্রীতি ঘৃণা পাশে বদ্ধ যেই নর।
পুনঃ পুনঃ জন্ম লয় শোক দুঃখকর ॥

৩৪৩

তৃষ্ণায় জড়িত নর ভবে বদ্ধ হয়।
জালবদ্ধ শশ সম পায় মহাভয় ॥
রিপুর নিবৃত্তি ধ্বংস যাহার মনন।
প্রাণপণে করে যেন তৃষ্ণার বর্জ্জন ॥

৩৪৪

বন হতে বাহির হইয়া যেইজন।
পুনরায় বন পানে করিছে গমন ॥
বাসনা বিমুক্ত হয়ে বাসনাতে যায়।
মুক্ত হয়ে পুনঃ সেই বাসনাতে ধায় ॥

৩৪৫-৩৪৬

লৌহার শৃঙ্খল আদি কঠিন বন্ধনে।
কঠিন বন্ধন নাহি ভাবে জ্ঞানীগণে ॥
দারা সুত সুতা আর ধন রত্ন জন।
জ্ঞানীর নয়নে অতি কঠিন বন্ধন ॥

ইন্দ্রিয় সুখের তৃষ্ণা করিয়া বর্জ্জন।
বাসনা তৃষ্ণার লতা করিয়া ছেদন ॥
ঘোর মায়া মোহকর পদার্থ কাটিয়া।
জ্ঞানী নর চলি যায় সংসার ছাড়িয়া ॥

৩৪৭

রিপু বশবর্তী নর স্রোত মধ্যে পড়ে।
উর্ণনাভ পড়ে যেন নিজ সুত্র ধরে ॥
এই রিপু বিনাশ করিয়া জ্ঞানী নর।
তৃষ্ণা মুক্ত দুঃখ মুক্ত হয় অগ্রসর ॥

৩৪৮

পূর্ব্ব, পর, মধ্য সর্ব্বকালে মুক্ত হও।
মুক্ত মনে পুনরায় সত্ত্বা নাহি লও ॥
সর্ব্ব অবস্থাতে মুক্তি হউক তোমার।
জনম মরণ যেন না হয় আবার ॥

৩৪৯

মিথ্যা সুখকরী চিন্তা করে যেই নর।
দিন দিন তৃষ্ণা তার বাড়ে নিরন্তর ॥
দুর্দ্দম রিপুর বলে অধর্ম্ম চিন্তায়।
সংসার বন্ধন তার নিত্য বাড়ি যায় ॥

৩৫০

ত্যজ ভবিষ্যৎ তৃষ্ণা ত্যজ যা অতীত।
ত্যজিয়া বর্ত্তমান হও ভব পার গত ॥
এরূপে সর্ব্বোতোভাবে মুক্ত চিত্ত হলে।
জন্ম জরা পুনঃ নাহি পাবে কোন কালে ॥

৩৫১

যে লভেছে ভিক্ষু জীবনের পরিণাম।
নির্ভীক বাসনা মুক্ত যেই গুণাধাম ॥
সত্ত্বার কন্টক ধ্বংস করেছে যে জন।
আর তার পুনর্জন্ম না হবে কখন ॥

৩৫২

বাসনা হইতে মুক্তি লভেছে যে জন।
সংসারের কোন দ্রব্যে বদ্ধ নহে মন ॥
যে জন দক্ষ অতি শব্দের বিচারে।
অক্ষর সংযোগ জ্ঞান আছে যে নরে ॥
কোন বর্ণ পূর্ব্বে হবে কোন বর্ণ পরে।
এরূপ সুজ্ঞান আছে যাহার অন্তরে ॥
সে মহাপুরুষ তাতে নাহিক সংশয়।
আর তার পুনর্জন্ম কখন না হয় ॥

৩৫৩

আমি করিয়াছি ভবে সর্ব্ব পরাজয়।
আমি সর্ব্ব জানি ভবে নাহিক সংশয় ॥
সর্ব্ব অবস্থায় আমি কলঙ্ক রহিত।
সর্ব্ব বস্তু পরিহার করেছি নিশ্চিত ॥
তৃষ্ণা হতে মুক্ত আমি আছি এ সংসারে।
সর্ব্বজ্ঞ হইয়া গুরু বলিব কাহারে ॥

৩৫৪

ধর্ম্মদান পরাজয় করে সর্ব্বদানে।
ধর্ম্ম আস্বাদন জিনে সর্ব্ব আস্বাদনে ॥
ধর্ম্ম সুখ সর্ব্ব সুখে করে পরাজয়।
তৃষ্ণার বিনাশে সর্ব্ব দুঃখ জয় হয় ॥

৩৫৫

নির্বোধের সর্ব্বনাশ করে শুধু ধন।
ধন পেয়ে পর পার না খোঁজে সে জন ॥
ধন হেতু অন্যে যথা করে লোক নাশ।
ধন হেতু করে তথা নিজ সর্ব্বনাশ ॥

৩৫৬

আগাছা জন্মিলে ক্ষেত্রে ক্ষেত্র নষ্ট হয়।
রিপু তথা নষ্ট করে সংসার নিশ্চয় ॥
সেই রিপু ধ্বংস করিয়াছে যেই ভবে।
তাঁরে দান দিলে তার মহাপুণ্য হবে ॥

৩৫৭

আগাছা জন্মিলে ক্ষেত্রে ক্ষেত্র নষ্ট হয়।
হিংসা দোষে নষ্ট হয় সংসার নিশ্চয় ॥
সেই হিংসা ধ্বংস করিয়াছে যেই ভবে।
তাঁরে দান দিলে তার মহাপুণ্য হবে ॥

৩৫৮

আগাছা জন্মিলে ক্ষেত্রে ক্ষেত্র নষ্ট হয়।
নির্বুদ্ধিতা নষ্ট করে সংসার নিশ্চয় ॥
সেই নির্বুদ্ধিতা ধ্বংস করে যেই ভবে।
তাঁরে দান দিলে তার মহাপুণ্য হবে ॥

৩৫৯

আগাছা জন্মিলে ক্ষেত্রে ক্ষেত্র নষ্ট হয়।
কাম দোষে নষ্ট হয় সংসার নিশ্চয় ॥
সেই কাম ধ্বংস করিয়াছে যেই ভবে।
তাঁরে দান দিলে তার মহাপুণ্য হবে ॥

ভিক্ষু বর্গ ২৫

৩৬০

চক্ষু সংযমন হয় মঙ্গল কারণ।
কর্ণ সংযমন হয় মঙ্গল কারণ ॥
নাসা সংযমন হয় মঙ্গল কারণ।
মঙ্গল কারণ হয় জিহ্বা সংযমন ॥

৩৬১

শরীর সংযম হয় মঙ্গল কারণ।
বাক্যের সংযম হয় মঙ্গল কারণ ॥
মনের সংযম হয় মঙ্গল কারণ।
মঙ্গল কারণ অষ্ট দ্বার সংযমন ॥
সর্ব্ব দিক যেই ভিক্ষু করে সংযমন।
দুঃখ ক্লেশ হতে মুক্ত নিশ্চয় সে জন ॥

৩৬২

হস্তপদ বাক্য যেই করে সংযমন।
সর্ব্বদিক সংযম করেছে যে জন ॥
সুস্থির একাকী থাকি ধ্যানে সুখ পায়।
সংসারে তাহারে শুধু ভিক্ষু বলা যায় ॥

৩৬৩

যেই ভিক্ষু করে নিজ মুখের দমন।
জ্ঞানের সংযোগে বাক্য বলে যেই জন ॥
ধর্ম্ম অর্থ ব্যাখ্যা করি বিশ্বাস জন্মায়।
তাঁহার মুখের বাক্য কত শোভা পায় ॥

৩৬৪

যেই ভিক্ষু শান্তি আর ধর্ম্মে সুখে থাকে।
ধর্ম্ম ধ্যান করে আর ধর্ম্ম মনে রাখে ॥
ধর্ম্মময় প্রাণ তার সদা ধর্ম্মে রয়।
বুদ্ধ ধর্ম্ম হতে সেই চ্যুত নাহি হয় ॥

৩৬৫

তুচ্ছ করিবে না ভিক্ষু যবে কিছু পাবে।
কখনও কারো প্রতি হিংসা না করিবে ॥
ভিক্ষু হয়ে অন্যে হিংসা করে যেই জন।
তার মনে শান্তি লাভ না হয় কখন ॥

৩৬৬

যে কিছু পাইয়া ভিক্ষু তুচ্ছ না করিলে।
পবিত্র আচারে নিত্য জীবন যাপিলে ॥
আলস্যের পরশ না হৈলে কখন।
তাহার প্রশংসা করে নিজে দেবগণ ॥

৩৬৭

নামরূপ প্রতি যার নাহিক আসক্তি!
কিছু নাই বলি যার নাহিক বিরক্তি ॥
নিজ অবস্থায় থাকে সন্তুষ্ট যে জন।
তাহারে প্রকৃত ভিক্ষু বলে বুধগণ ॥

৩৬৮

যেই ভিক্ষু বন্ধু ভাবে সদা বাস করে।
যেজন বুদ্ধের ধর্ম্ম পালে সমাদরে ॥
সেই ভিক্ষু সুনিশ্চয় যাইবে নির্ব্বাণে।
জরা, মৃত্যু, পাপ, তাপ নাহিক যেখানে ॥

৩৬৯

ওহে ভিক্ষু সিঁচে ফেল নৌকাস্থিত বারি।
তাহা হলে দ্রুতবেগে চলিবেক তরি ॥
রাগ দ্বেষ বন্ধনাদি ছিন্নভিন্ন করি।
যাইবে নির্ব্বাণে তাতে যোগাইয়া পাড়ি ॥

৩৭০

পঞ্চ ছিন্ন কর আর পঞ্চ পরিহর।
ততোধিক আর পঞ্চ সুগঠন কর ॥
যে ভিক্ষু বন্ধন পঞ্চ অতিক্রম করে।
ওঘতীর্ণ বলি তবে জানিবে তাহারে ॥

৩৭১

ধ্যানশীল হও ভিক্ষু না হৈও অলস।
না দিও হইতে মনে ভোগ সুখ বশ ॥
না গিল জ্বলন্ত লৌহ অলস হইয়া।
হা হতোস্মি করি পরে না মর পুড়িয়া ॥

৩৭২

ধ্যানশীল না হইলে জ্ঞানী নাহি হয়।
জ্ঞানী না হইলে তার ধ্যান নাহি রয় ॥
জ্ঞান আর ধ্যান দুই আছয়ে যাহার।
জানিবে নির্ব্বাণ শুধু নিকটে তাহার ॥

৩৭৩

যেই ভিক্ষু করিয়াছে প্রবেশ বিহারে।
শান্তি লভিয়াছে যেই আপন অন্তরে ॥
সত্যধর্ম্ম ভালরূপে দেখে যেই জন।
অপার্থিব সুখে সুখী হয় তার মন ॥

৩৭৪

স্কন্ধের উদয় ব্যয় যে কোন আকারে।
যবে শুদ্ধ স্মৃতি মাঝে আনয়ন করে ॥
তখন তাঁহার সেই অন্তরেতে জাগে।
সে প্রীতি প্রমোদ যাহা অমৃতজ্ঞ ভোগে ॥

৩৭৫

প্রাজ্ঞ ভিক্ষু আদি কর্ম্ম ইন্দ্রিয় দমন।
সন্তোষ প্রাতিমোক্ষ শীল আচরণ ॥
শুদ্ধাজীব, অতন্দ্রিত, কল্যাণ আকাঙ্খী।
মিত্রের সংসর্গে তাই হবে অভিলাষী ॥

৩৭৬

অনলস ধর্ম্মশীল পবিত্র জীবন।
লও সবে এইরূপ বান্ধব শরণ ॥
বন্ধুতা নিয়মে থাকি পালহ সুনীতি।
সুখ বৃদ্ধি হবে দুঃখে লভিবে নিষ্কৃতি ॥

৩৭৭

বসিকি ফুলের গাছে ফুল যেন পড়ে।
ওহে ভিক্ষু রাগ দ্বেষ ফেলি দেও দুরে ॥

৩৭৮

যে ভিক্ষু সুপ্রতিষ্ঠিত নৈতিক জীবনে।
বর্জ্জন করেছে সাংসারিক প্রলোভনে ॥
মন, মুখ, দেহ শান্ত হয়েছে যাহার।
উপশান্ত বলি নাম বিখ্যাত তাহার ॥

৩৭৯

হে ভিক্ষু নিজেরে নিজে করে যে শাসন।
নিজের কর্ত্তব্য পথে করে যে গমন ॥
এইরূপে হলে চিন্তাশীল সুরক্ষিত।
চিরসুখী হবে তুমি জানিবে নিশ্চিত ॥

৩৮০

নিজের রক্ষক তুমি নিজে এই ভবে।
নিজের আশ্রয় তুমি নিজেই জানিবে ॥
ব্যবসায়ী করে যথা অশ্বের দমন।
তুমিও সেরূপ কর আত্ম সংযমন ॥

৩৮১

সুখকর দৃষ্টি ধর্ম্মে যার অনুক্ষণ।
বুদ্ধ ধর্ম্মে নিত্য সুখ লভে যে জন ॥
সেই ভিক্ষু সুনিশ্চয় যাইবে নির্ব্বাণে।
জরা, মৃত্যু, পাপ, তাপ নাহিক যেখানে ॥

৩৮২

প্রাণপণে বুদ্ধধর্ম্ম পালে অনুদিন।
সেই ভিক্ষু হইলেও বয়সে নবীন ॥
তাহার আলোকে ধরা আলোকিত হয়।
মেঘমুক্ত শশী যেন আকাশে উদয় ॥

ব্রাহ্মণ বর্গ ২৬

৩৮৩

হে ধার্ম্মিক স্রোত কাটি হও অগ্রসর।
সাহসী হইয়া ছিঁড় বাসনা সত্বর ॥
নিতান্ত নশ্বর জানি সত্ত্বা উপাদান।
ব্রাহ্মণ হইয়া ত্বরা লভহ নির্ব্বাণ ॥

৩৮৪

শান্তি আর অন্তর্দৃষ্টি করিয়া সহায়।
যখন ধার্ম্মিক ভিক্ষু অন্য কুল পায় ॥
থাকে না তাহার আর কিছু অবিদিত।
সকল বন্ধন ধ্বংস হইবে নিশ্চিত ॥

৩৮৫

কোন কুল নাহি থাকে যাহার কারণ।
দুই কুলে মুক্ত যেই সে জন ব্রাহ্মণ ॥
পাপ হতে সর্ব্বরূপে মুক্ত সেই জন।
উদ্বেগ তাহার মনে না হয় কখন ॥

৩৮৬

ধ্যানশীল যেইজন বিকার রহিত।
যে জন কর্ত্তব্য পর যোগে স্থিত ॥
নিষ্পাপ অর্হৎ পদ লভেছে যে জন।
সে জন আমার মতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥

৩৮৭

দিনে আলো দেয় রবি রাত্রে নিশাকর।
চতুরঙ্গ দলবলে শোভে নরবর ॥
সুব্রাহ্মণ শোভা পায় শুধু মাত্র ধ্যানে।
বুদ্ধ দিবা রাত্র শোভে আপনার গুণে ॥

৩৮৮

কলুষ বর্জ্জিত জনে বলয়ে ব্রাহ্মণ।
শান্তিতে থাকয়ে যেই সেজন ব্রাহ্মণ ॥
এইরূপে মলিনতা ত্যজেছে যে জন।
প্রব্রজিত বলি তারে বলে বুধগণ ॥

৩৮৯

করিবে না ব্রাহ্মণে প্রহার সুব্রাহ্মণ।
প্রহারিত হয়ে ক্রোধী হবে না কখন ॥
যে ব্রাহ্মণ অন্য জনে করয়ে প্রহার।
ক্রোধী যে, দুঃখের অন্ত নাহিক তাহার ॥

৩৯০

শত্রুতার নিবৃত্তির না থাকিলে মন।
সেই ধার্ম্মিকের শুভ না হয় কখন ॥
কেন না ক্ষতির ইচ্ছা নিবৃত্তি হইলে।
দুঃখের নিবৃত্তি সত্য হয় ভূমন্ডলে ॥

৩৯১

কায়, মন, বাক্যে পাপ না করে যেজন।
সেজন আমার মতে নিশ্চয় ব্রাহ্মণ ॥
কায়, মন, বাক্য সেই করেছে দমন।
এ তিনের দ্বারা পাপ না হয় কখন ॥

৩৯২

সর্ব্বজ্ঞের উপদিষ্ট ধর্ম্ম যেই জানে।
সে গুরুরে লোকে নিত্য পূজিবে সম্মানে ॥
যেইরূপ নানা স্থানে যতক ব্রাহ্মণ।
হোমের অনলে যত্নে পূজে অনুক্ষণ ॥

৩৯৩

জাতি, কুলে, গোত্রে কেহ না হয় ব্রাহ্মণ।
বৃথা জটাধারী হয়ে কিবা প্রয়োজন ॥
যেই জন সুবিদ্বান চারি সত্য জ্ঞানে।
ঐহিক ও পারত্রিক অবস্থা যে জানে ॥

সদাচারী সুপবিত্র সেই ত ব্রাহ্মণ।
পাপ মলিনতা শূন্য হয়েছে সেজন ॥

৩৯৪

জটাধারী হয়ে তব কোন প্রয়োজন।
ব্যাঘ্র চর্ম্মে কিবা লাভ করহ অর্জ্জন ॥
পাপের জঙ্গল তব রয়েছে ভিতরে।
কিবা লাভ পরিষ্কার করিয়া বাহিরে ॥

৩৯৫

পর পরিত্যক্ত বস্ত্র যেই জন পরে।
ক্ষীণ দেহ শিরা দৃষ্ট শরীর উপরে ॥
নির্জনে কাননে বসি সদা করি ধ্যান।
ব্রাহ্মণ বলিয়া করি তাহার ব্যাখান ॥

৩৯৬

ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম ব্রাহ্মণী উদরে।
ব্রাহ্মণ না হয় সেই শুধু এই তরে ॥
যতদিন পাপ মুক্ত না হয় সেজন।
ভোবাদি বলিয়া তারে বলে সর্ব্বজন ॥
যেইজন পাপমুক্ত আসক্তি রহিত।
তাহারে বলিব আমি ব্রাহ্মণ নিশ্চিত ॥

৩৯৭

যে জন করেছে ছিন্ন সকল বন্ধন।
আসক্তি রহিত শান্তি লভেছে যে জন ॥
পাপ মলিনতা শূন্য হয়েছে যে জন।
তাহারে বলিব আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥

৩৯৮

যোজন বন্ধনী আদি সহ উপাদান।
ভঙ্গ করিয়াছে রথ যেই মতিমান ॥
করেছে অর্গলমুক্ত প্রজ্ঞা আলোকিত।
তাহারে ব্রাহ্মণ আমি বলিব নিশ্চিত ॥

৩৯৯

শান্তভাবে সহে যেই পর অপকার।
সেইরূপ সহে যে বন্ধন তিরস্কার ॥
নিজ বল, সৈন্য হয় সহিষ্ণুতা যার।
ব্রাহ্মণ উপাধি ভবে যথার্থ তাহার ॥

৪০০

রাগ কাম দোষ নাই যাহার শরীরে।
ধর্ম্মনীতি মতে চলি যোগ ধ্যান করে ॥
এই শেষ দেহ যেই করেছে ধারণ।
তাহারে বলিব আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥

৪০১

পদ্ম পত্রে জল যথা গড়াইয়া পড়ে।
সরিষা না রহে কভূ যথা ক্ষুরধারে ॥
সেরূপ ইন্দ্রিয় সুখে যে নহে জড়িত।
তাহারে ব্রাহ্মণ আমি বলিব নিশ্চিত ॥

৪০২

যেই জন এ জীবনে কিংবা এই দেহে।
অপবিত্র বস্তু সহ কভূ বদ্ধ নহে ॥
সত্ত্বা উপাদান বোঝা নামায় যে জন।
তাহারে বলিব আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ ॥

৪০৩

মহা বুদ্ধিমান যেই জ্ঞানী তত্ত্ব জ্ঞানে।
সুপথের কুপথের প্রভেদ যে জানে ॥
বিশুদ্ধ পবিত্র সুখ লভেছে যে জন।
তাহারে বলিব আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥

৪০৪

জীবনের এ পারেই অভ্র দুঃখ ক্ষয়।
বুঝিয়া সম্যক রূপে যদি কেহ হয় ॥
জীবনের ভারমুক্ত বিমুক্ত বন্ধন।
তাঁহাকেই বলি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥

৪০৫

ভয়ার্ত্ত প্রাণীরে দন্ডে না তাড়ে যে জন।
দুর্ব্বল সবল প্রাণী না করে নিধন ॥
নিধন কারণ কিম্বা না হয় যে জন।
তাহারে বলিব আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ ॥

৪০৬

বিরোধীর মধ্যে থাকি বিরোধী যে নয়।
অস্ত্রধারী মধ্যেও যে শান্তভাবে রয় ॥
আসক্ত লোকের মধ্যে আসক্তি রহিত।
তাহারে ব্রাহ্মণ আমি বলিব নিশ্চিত ॥

৪০৭

ঘৃণা, রাগ, দম্ভ, কুটিলতা যার মনে।
মুহুর্ত্তের তরে স্থান না পায় কখনে ॥
সরিষার দশা যথা ক্ষুরধার 'পরে।
প্রকৃত ব্রাহ্মণ আমি বলিব তাহারে ॥

৪০৮

অনুক্ষণ সত্য বাক্য বলে যেইজন।
কারো মনে দুঃখ কিন্তু না দেয় কখন ॥
কর্কশ বচন বলি না রাগায় কারে।
যথার্থ ব্রাহ্মণ আমি বলিব তাহারে ॥

৪০৯

ছোট কিম্বা বড় হোক দীর্ঘ কিম্বা হ্রস্ব।
ভাল কিম্বা মন্দ হোক যদ্যপি পরস্ব ॥
সংসারে অদত্ত দ্রব্য না লয় যে জন।
তাহারে বলিব আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ ॥

৪১০

ইহ পর লোকে নাই ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি।
পাপ মলিনতা শূন্য তৃষ্ণার নিবৃত্তি ॥
পরম পবিত্র সেই সাধু সদাশয়।
তাহারে বলিব আমি ব্রাহ্মণ নিশ্চয়।

৪১১

যে জন সন্দেহ মুক্ত লভি সত্য জ্ঞান।
সংসারে আসক্তি শূন্য যেই জ্ঞানবান ॥
পাশমুক্ত, উপস্থিত যে নিত্য নির্ব্বাণে।
প্রকৃত ব্রাহ্মণ আমি বলি সেই জনে ॥

৪১২

রাগ দুঃখ মলিনতা করিয়া বর্জ্জন।
পাপ পুণ্যে আসক্তি রহিত যেই জন ॥
পুণ্য কর্ম্মে পাপ কর্ম্মে যে জন বিরত।
তাহারে বলিব আমি ব্রাহ্মণ প্রকৃত ॥

৪১৩

যে জন পবিত্র শান্ত কলঙ্ক রহিত।
আকাশে যেমন স্থির চন্দ্রমা উদিত ॥
ইন্দ্রিয় জনিত সুখ বিনষ্ট যাহার।
ব্রাহ্মণ উপাধি হয় যথার্থ তাহার ॥

৪১৪

যে হয়েছে পুনর্জন্ম জলনিধি পার।
বিলয় ইন্দ্রিয় ভোগ বিপদ যাহার ॥
পাপের দুর্গম পথে না চলে যে জন।
মিথ্যা ধর্ম্ম পুনর্জন্ম অন্তস্থ এখন ॥
ধ্যানশীল, তৃষ্ণা আর সন্দেহ রহিত।
সংসারে যাহার কিছু নাহিক বাঞ্ছিত ॥
পরপারে সমুত্তীর্ণ হয়েছে যে জন।
তাহারে বলিব আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ ॥

৪১৫

ইন্দ্রিয়ের সুখ তৃষ্ণা বর্জ্জিত যে জন।
গৃহ পরিহরি ভিক্ষু হয়েছে এখন ॥
ষড়রিপু ধ্বংস করিয়াছে যেই জন।
তাহারে বলিব আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ ॥

৪১৬

বাসনার পরিহার করেছে যে জন।
গৃহ পরিহরি ভিক্ষু হয়েছে এখন ॥
সত্ত্বা ও বাসনা ধ্বংস করেছে যে জন।
তাহারে বলিব আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥

৪১৭

মানবে আসক্তি শূন্য হয়েছে যে জন।
স্বর্গের আসক্তি শূন্য যে জন এখন ॥
সকল আসক্তি মুক্ত যেই সদাশয়।
তাহারে ব্রাহ্মণ আমি বলিব নিশ্চয় ॥

৪১৮

সুখকর দুঃখকর ত্যজিয়া যে জন।
মলিনতা ছাড়ি শান্তি লভেছে এখন ॥
সাহসী তেজস্বী সাধু বিজিত সংসার।
ব্রাহ্মণ উপাধি হয় যথার্থ তাহার ॥

৪১৯

যেই জানে কোথা হতে আসে যার জীবে।
কোন দ্রব্যে নাহি যার আসক্তি এ ভবে ॥
চারি সত্য মর্ম্মজ্ঞাত হয়েছে যে জন।
যে জন কর্ত্তব্যপর সেই ত ব্রাহ্মণ ॥

৪২০

না জানে গন্ধর্ব দেব নরে যার গতি।
পাপ মলিনতা যার হয়েছে নিবৃত্তি ॥
অর্হৎ অবস্থা লাভ করেছে যে জন।
তাহারে বলিব আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥

৪২১

পূর্ব্বে পর মধ্যে যার নাহিক সংসারে।
উদ্বিগ্ন যাহার মন নহে কিছু তরে ॥
সকল পদার্থে যেই আসক্তি রহিত।
তাহারে ব্রাহ্মণ আমি বলিব নিশ্চিত ॥

৪২২

নির্ভীক তেজস্বী সাধু সাহসী যে নর।
পাপ মল প্রক্ষালিত যাহার অন্তর ॥
যে জন সর্ব্বজ্ঞ চারি সত্য অবগত।
সেই সে ব্রাহ্মণ হয় সাধুর সম্মত ॥

৪২৩

পূর্ব্ব জন্মে কোথা ছিল জানে যেই জন।
দিব্য জ্ঞানে সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ব এখন ॥
সত্ত্বার নিবৃত্তি লাভ হয়েছে যাহার।
সংসারে সম্পূর্ণ যার সিদ্ধি সাধনার ॥
স্বর্গ নরকের ভেদ যার অবগত।
সেই সে ব্রাহ্মণ হয় শাস্ত্রের মত ॥

সমাপ্ত।